সীতার বনবাস।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য।

ন্যাসনেল, ষ্টার ও এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত।

"ক'ল—
কেঁদে নন্দী বলে মা কোথা গেল।"

পুরাতন গীত।

"শূন্যরথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে,
নিবেদিল কৃত্তিবাসে।"

অন্নদামঙ্গল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউ বৃটানিয়া প্রেস ডিপজিটারি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।



উৎসর্গ-পত্র।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহাশয় শ্রীচরণেষু ॥

গুরুদেব দীননাথ!

মাতৃভাষা জানি না বলা, ভাল নয়—মন্দ, মহাশয়ের "বেতাল" পাঠে বুঝিলাম। আচার্য্য! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।

কলিকাতা বাগবাজার।
মাঘ ১২৮৮।

সেবক
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রামচন্দ্র। বাল্মীকি।
লক্ষ্মণ। লব।
ভরত। কুশ।
শত্রুঘ্ন। বিভীষণ।
সুমন্ত্র। সুগ্রীব।
হনুমান।

নাগরিকগণ, সেনাগণ, সমাগত রাজগণ।

স্ত্রীগণ।

সীতা। সখীগণ।
উর্ম্মিলা। অলিক্ষরা।

সীতার বনবাস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাম ও লক্ষ্মণ।

রাম। নাহি জানি, ভাই রে লক্ষ্মণ,
এই কি রে রাজ্য-সুখ?
ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে, ভাই,
দণ্ডক-অরণ্য-মাঝে কুরঙ্গের সনে
ছিনু তিন জনে সুখে,
সংসারের রোল কভু না উঠিত কাণে;

ভাবি মনে মনে—
সেই কি রে জীবনের সুখ-দিন,
সুখের বদন কভু কি দেখেছি আর ?

লক্ষ্ম। রঘুনাথ, কি হেতু এ ভাব আজি ?
সত্যযুগে হেন রাজ্য করে নাই কেহ ;
রাম-রাজ্য জগৎ-বিখ্যাত !
ত্রিভুবনে পূজ্য বীর তুমি—
দুর্জ্জয়-দশাস্থ-অরি;
লক্ষ্মী স্বরূপিণী ফুল্ল কমলিনী
জনক-নন্দিনী বদ্ধ প্রেম-পাশে তব।

রাম। সীতা, সীতা—
কত যে সয়েছে সীতা আমা'লাগি,
রে লক্ষ্মণ !
আমিও সয়েছি কত সীতার কারণে ;
দু'খ দিছি তোমা' হেন গুণ-ধরে ;
কভু চাহে প্রাণ, রাজ্য দিতে বিসর্জ্জন ;
কত কথা উঠে মনে,—
প্রজা সবে গায় কি সুযশ ?

লক্ষ্ম। হেন পুত্রসম প্রজার পালন
কভু হয় নাই, রঘুমণি, সত্য যুগে।

রাম। "ছিল সীতা রাবণের ঘরে"
কহে কি হে! প্রজাগণে?

লক্ষ্ম। অগ্নির পরীক্ষা কথা গায় জনে জনে, রঘুমণি।

রাম। না বুঝিতে পারি সন্তপ্ত প্রাণের খেলা;
আছি পালঙ্ক উপরে সীতা সনে—

বুঝিতে না পারি
জাগ্রত কি নিদ্রিত তখন;
দেখিলাম—মন্দোদরী ধরিয়ে তারার কর,
পাছে পাছে নিকষা রাক্ষসী,—
বারিধারা ঝর ঝর ঝরে অবলা-নয়নে—
কহে তিন জনে একস্বরে,
পুরিল সুনামে তব দেশ,
সূর্য্যবংশ-খ্যাতি পশিয়াছে দেশে দেশে;
সাগরের পারে, কিষ্কিন্ধ্যানগরে,
মিথিলায়, অযোধ্যায়.
কহে জনে জনে, সতীনারী তব সীতা —
সেই ব্যঙ্গ-স্বর
এখন জাগিছে অন্তরে আমার!

লক্ষ্ম। ব্যঙ্গ নহে রঘুমণি!
সত্য, যাহা দেখেছ স্বপনে,

সূর্য্যবংশ-যশোরাশি ব্যাপিত ভুবনে,
সীতা-নাম আদর্শ সংসারে।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

রাম। কহ, দূত, প্রজাগণে সুখী ত সকলে?
দুর্ম্মু। রামরাজ্য অসুখের নয়।
রাম। এ সংবাদ হেতু নিয়োগ করি না তোমা,
চাটুকারে পারে দিতে এ হেন বারতা;
তব কার্য্য অন্যমত;
কহ, দীনতা আছে কি রাজ্যে,
শস্যের অভাব, জলকষ্ট,
অকাল মরণ, কোন ঠাঁই?
দুর্জ্জন-পীড়ন, শিষ্টের পালন
হতেছে কি রাজ্যময়?
কহে কি সকলে
"সূর্য্যবংশে যোগ্য রাজা রাম?"
দুর্ম্মু। "সূর্য্যবংশে যোগ্য রাজা রাম,"
অবশ্য এ কথা কহে জনে জনে।
রাম। কহ, কেহ কি রে, কহে বিপরীত,
কোন অংশে দোষে কি আমায়?

লক্ষ্ম। খণ্ডে দোষ নিলে তব নাম।

রাম। যাও ভাই, ভরত-সমীপে কর যুক্তি
তিনজনে মিলে রাজসূয়-যজ্ঞ-কথা।

লক্ষ্মণের প্রস্থান।

দেহ দূত, প্রশ্নের উত্তর ;
কহ মোরে ত্বরা,—কেন ছন্ন মতি তব,
কি হেতু রে, জড়িত রসনা ?
কহ সত্য বাণী,—
কেহ কি করেছে দোষারোপ ?

দুর্ম্মু। হে প্রভু ! হে অনাথ-বান্ধব !
শারদকৌমুদীসম যশোরশ্মি তব
করিছে আনন্দ দান প্রতি ঘরে ঘরে,
সবে করে গুণ-গান ;
কুভাবে হে রঘুনাথ ! কুমতি যে জন।

রাম। কি ভয় তোমার, কহ সত্য কথা ;
অশুভ বারতা নারিবে পীড়িতে মোরে
কহে কি হে, কেহ বালিবধ কথা ?

দুর্ম্মু। হায় ! রঘুমণি, না সরে বচন মম ;
মন্দ লোকে কহে মন্দ ;—

পতিপ্রাণা জনকনন্দিনী
পবিত্রা অমলসম,
তাহে করে দোষারোপ,
ক্ষীরদ-সাগর-নীরে গোময় অর্পণ ;
কহে পাপ মুখে,—
"আছিল জানকী বাঁধা রাক্ষসের ঘরে"।

রাম। নাহি কহে অগ্নির পরীক্ষা কথা !

দুর্ম্মু। ক্ষম দাসে দেব !
অগ্নির পরীক্ষা মানে ছায়াবাজি প্রায় ;
কেহ কহে " প্রত্যক্ষ ত নয়,
লঙ্কার ঘটনা
সত্য মিথ্যা জানিব কেমনে ?"

রাম। ভুবন-পাবন দিন-দেব !
তব বংশে রটিল অখ্যাতি !—
করি' ব্রহ্মবধ আনিনু কলঙ্ক ঘরে,
স্বয়ম্বরকালে দর্পে বাহুবলে
চালিনু হরের ধনু,
ভাঙ্গিনু সে ধনুক প্রবীণ ;
মড় মড় স্বরে ডাকিল শঙ্করে
মহাশরাসন ;

উল্কাপাত হইল ধরায়,
কাঁপিল বসুধা-শির ;
হায় হায় বিবাহে প্রলয় হেন !
রাজ্যে রাজ্যভ্রংশ ; খসিল বংশের চূড়া—
দশরথ রঘুবংশোজ্জ্বল ;
যুদ্ধ রক্ষঃ সনে ; গহন কাননে
ব্রহ্ম-বধ সীতা লাগি' ;
অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক সীতার তরে !

প্রস্থান ।

দুর্ম্মু । ভাল খ্যাতি রহিল আমার;
রাম-কার্য্য সাধিল জটায়ু পাখী,
রাম-কার্য্যে প্রাণ দিল বনের বানর
ক্ষুদ্র প্রাণী কাষ্ঠ-বিড়ালী
রাম-কার্য্য কৈল প্রাণপণে;
রাম-কার্য্য করিল অমর ;
লঙ্কাপুরে রাম-কার্য্য সাধিল ভুবন ;
রাম-কার্য্যে আমিও নিয়ত,—
হলাহল আমার কপালে !
আরে জিহ্বা, না হইলি ভস্মরাশি,—

গাইলি সীতার অপযশ!
চির দিন দুর্ম্মুখ রহিলি ভবে!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—অশোককানন।

সীতা, ঊর্ম্মিলা, সখীগণ।

সখীগণের গীত।

সোহিনী বাহার—জলদ তেতলা।

পিক কুহু বোলে, মঞ্জু কুঞ্জ দোলে,
মধুর সমীর বহে ধীরে;
ফুল্ল দিনকর, ফুল্ল সরোবর,
ফুল্ল রতনরাজি নীরে;

শ্যাম ধরণী-তল, শ্যাম তরুদল,
কুসুম ভূষণ শিরে ;
ফুলকুল আকুল, . আকুল অলিকুল,
ভ্রমিছে, চুমিছে ফিরে ফিরে ;
ফুল আকুল দুলিছে সমীরে।

ঊর্ম্মি। সারি সারি সারি দু'ধারি দু'ধারি
তরে তরে তরে ফুটেছে ফুল;
তবকে তবকে ঝক ঝক ঝকে
মাতুয়ারা হের ভ্রমর কুল।

১ম সখী। রবি সনে যেন খেলিয়ে ছায়া
শ্রমে রসবতী শুয়েছে ভূমে।—

২য় সখী। আধ আধ ছায়া, আধ রবিকায়া,
শাখায় শাখায় পাখী গুলি গায়।

৩য় সখী। দেখ লো, সই, দেখ দেখ ওই.
কনক-লতিকা মুদিত ভূমে।

সীতা। দেখ নাথ! কার এ সন্তান,
করিতেছে স্তনপান,—এ কি!

সখী। কেন সখি! ধরণী-শয়নে
কঠিন পাষাণে শোভে কি শয়ন তব?

সীতা। সখি ! দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন,—
যেন তপোবনমাঝে—
নাথের চরণ-তলে ধরণী-শয়নে—
সুন্দর সন্তান করিতেছে স্তনপান ;
মরি মরি মরি কি মাধুরী !
নীল নলিনী তুলিয়ে
নির্জ্জনে গঠেছে বিধি হায় !
শিহরিয়া কহিলাম ;—
'দেখ, নাথ, কার এ সন্তান'।
না দেখিনু প্রাণনাথে;
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর,—
তোমা সবে দেখিনু সম্মুখে।

ঊর্ম্মি। কুসুম-নির্ম্মিত সন্তানরতনে
দিয়ে, সতি, পতি-কোলে
সুধিবে প্রেমের ধার
ছায়া তার দেখছ, স্বজনি।

সীতা। সখি ! কেন না হেরিনু প্রাণনাথে ?—
চির অভাগিনী আমি।

ঊর্ম্মি। জাগরণে শয়নে, স্বপনে,
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি সহে তব প্রাণে।

গীত।

ভীমপলশ্রী— জলদ একতালা।

সীতা। সদা মনে হারাই হারাই,
কি আছে কপালে ভাবি তাই ;
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
গিয়াছে সে দিন আর সে দিন ত নাই।
পড়ে মনে রামসনে, ভ্রমণ বিজন বনে,
মায়ামৃগ ছায়া হেরি', হৃদয়ে ডরাই,—
তাই প্রাণ শিহরে সদাই।

ঊর্ম্মি। কেন মিছে ভাব, সুলোচনে!
সত্য কভু নহে ত স্বপন ;
সুন্দর এ অশোক-কানন ;
ছিলে রাবণের অশোক-কাননে,
কহ বিধুমুখি!
সে বন কি সুন্দর এমন ?
সীতা। দেখি নাই বন কভু,
জগতে সুন্দর কিছু ছিলনা ললনে

রামনাম-ধ্যান বিনা ;
সেই ধ্যানে বঞ্চিতাম দিবস সর্ব্বরী,
চমকি' কখন শুনিতাম পিকরব,
নাথের বচন অনুমানি'।

ঊর্ম্মি। সুলোচনে ! চিরদিন বঞ্চিলে কাননে
বনদেবীরূপে, সই ;
দণ্ডক-অরণ্য কথা পড়ে কি গো মনে ?

সীতা। সখি ! ভুলিব না পুড়িলে অনলে
ডুবিলে সাগর-জলে।

গীত।

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছি, লো, ময়ূরীসনে ;
ফুল্ল প্রাণে, মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখী-শিরে পাখীগণে।
ফুলকুলে, সখি ছলে,
হাসি, হাসি, সম্ভাষি প্রাণ খুলে,
হাসি, হাসি, আঁখিনীরে ভাসি,
কিশোরকথা কত জাগিত মনে,
নাথসনে, সখি, গহন বনে।

ঊর্ম্মি। শুনিয়াছি দশস্কন্ধ আছিল রাবণ,
কি রূপে, গো, সাজিল সন্ন্যাসী,—
রক্ষঃ চিহ্ন বিধুমুখি, ছিল না কি তার ?

সীতা। জেনে শুনে কেন কুরঙ্গিনী
পড়িবে বিষম ফাঁদে ?
হেরিনু তেজস্বী যোগী,
জ্ঞান-হারা রাম-অদর্শনে;
শুনি সকাতর ধ্বনি
"কোথা ভাই রে লক্ষ্মণ,"
আছিনু বিহ্বলা সম,
তাই না ডরিনু ব্যাধে,
আইনু গণ্ডীর পার।

ঊর্ম্মি। দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু হেরিলে কখন ?

সীতা। যবে পুষ্পক আরোহি,
বিমুখি জটায়ু পক্ষ-রাজে
ধাইল লঙ্কার পানে,—
বহিতেছে রাজহংসে রথ,
সমীরণ ভরে—সমীরণ জিনি গতি,—
ছুটিল ভাঙ্গিয়া মেঘ-দলে !—
চমকি শুনিনু ভৈরব কল্লোল, সখি,

আছিনু মুদিতা আঁখি শিহরি' চাহিনু;
হেরিলাম,—
অনন্ত নীলিমা ব্যাপিত সাগর-কায়া,
ঘোর নাদে তরঙ্গের খেলা
জটাজূট শিরে,
নাচিছে ভৈরব যেন ঘোর রণ-স্থলে,
সে বিশাল জলে পড়িছে বিশাল ছায়া,
যেন একার্ণব মাঝে
বিশাল সুমেরু গিরি,
শৃঙ্গরূপে শোভে দশ শির,
তরু, গুল্ম, লতা কুড়ি বাহু,
অমানিশারূপে নিবিড় স্যন্দন-ছায়া
আচ্ছাদিছে তমোহর দিনদেবে।

ঊর্ম্মি। বারেক দেখাও, সখি, চিত্রিয়া আকার।

সীতা। সখি! সে ছায়া স্মরিলে—
সূর্য্যে যেন ঢাকে ছায়া,
পড়ে ছায়া হৃদয়ে আমার—
তবু চিত্রি তব অনুরোধে।

১ম সখী। উঃ! একাকিনী রক্ষসনে
মরিতাম, সখি, আমি হেরিলে সে ছায়া,

শিহরে হৃদয় শুনি' বর্ণনা তাহার !

সীতা। হের, সখি, চিত্রিয়াছি দুরন্ত রাক্ষসে।

সকলে। এ কি, এ কি, এ কি চিত্র ভয়ঙ্কর !

সীতা। ছিল লঙ্কাপুরী এ হতে ভীষণ,
শমন কাঁপিত তথা;
ভীষণ সে অশোক-কানন,—
ভীষণ দুরন্ত চেড়ীদলে।

ঊর্ম্মি। ছিল চেড়ী তব লঙ্কাপুরে অশোক-কাননে,
আজি অযোধ্যায় অশোক-কাননে,
সাজি চেড়ী তব,
বেত্র ছলে গাত্রে ঢালি ফুল,
সাজাই কবরী ফুল-দলে,
ফুল্ল করতলে প্রফুল্ল কমলে
সাজাব সজনি,
পূজি দুটি রাজীব-চরণ
ফুল্ল শতদল-দলে।

সীতা। সখি ! পূজনীয়া নহে অভাগিনী।

ঊর্ম্মি। কি কহিলে, চন্দ্রাননি,
পূজনীয়া, নহে, তুমি ?
পূজনীয় কি আছে জগতে ?

পূজে লোকে প্রস্তর-প্রতিমা,
এ প্রতিমা ছানিত চন্দ্রমা-করে,
প্রতিমা চেতনময়ী চৈতন্যরূপিণী,
অন্নপূর্ণারূপে মহীতলে,
রাজীব-লোচন-শিরোমণি।

গীত।

বিহঙ্গড়া—জলদ একতলা।

সখীগণ। তুলি জাঁতি যূথী মালা গাঁথিব সই।
মল্লিকা, মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা, গাঁথি মালা,
দিব প্রেমভরে, প্রেমময়ি।
পারুলে, বকুলে, অঞ্চল ভরি' ফুলে,
যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী।
চম্পক টগর, পরিমল তর তর,
সারি সারি ফুল্ল নলিনী।
হাসে ফুল্ল ফুলকুল বাস অবচই।

সখীগণের প্রস্থান।

সীতা। অলসে অবশ কলেবর,
না পারি চালিতে বিষম নিদ্রার ভার।

রাবণের চিত্রের উপর শয়ন।

রামের প্রবেশ।

রাম। উদ্বেলিত হৃদয় আমার, হও স্থির,—
এ কি ভীষণ তরঙ্গ-খেলা!
দুর্গম সমরে
বিচলিত চিত্ত হয় নি কখন,
নাগ-পাশে ছিনু স্থির;
হায় বিধি! কে বুঝে তোমার লীলা?
একি বিপরীত ভাব মনে!—
মমতায় বিগলিত প্রাণ,
কভু প্রাণ শ্মশান সমান,
হেরি' তমাচ্ছন্ন দিক্‌চয়,
পুনঃ উঠে মনে বিপিনে বিজনে,
কেলি সীতা সনে;
কি হ'ল কি হ'ল কলঙ্কে পূরিল দেশ!
মরি মরি কনক-লতিকা,
হৃদয়ের হার মম,—
অভাগা রামের নিধি,—

মরি মরি শুয়েছ ধূলায় !
উঠ উঠ ফুল্ল কমলিনি,
রাঘব-হৃদয়-মণি,
উঠ উঠ আনন্দ আমার !
গাইছে সঙ্গিনী তব বিহঙ্গিনী গণে ;
বহিব কলঙ্ক-ভার,
চন্দ্রানন হেরি' ভুলিব হৃদয়-জ্বালা,
আমোদিনি ! মেল ফুল্ল আঁখি ।

সীতা। প্রাণনাথ ! বিলম্ব কি হেতু আজি ?
না হেরি তোমারে পরাণ শিহরে মম—
রাজ-কার্য্যে ক্ষমা দেহ, গুণমণি,
অধিনীর অনুরোধে ।
যবে নব শিশু দিব তব কোলে,
পবিত্র প্রণয়-ফল—
সাধিব না থাকিতে নিকটে,
যাচিব না চরণ-দর্শন,
নিশ্চিন্তে পালিহ প্রজাগণে, গুণনিধি !

রাম। এ কি !
রাবণের চিত্র হেরি !
ফলিল তারার অভিশাপ !

দুঃখানল মন্দোদরী নিভিল তোমার,
কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী !—

সীতা। কেন নাথ, বিরস বদন হেরি ?

রাম। শুন প্রাণেশ্বরি ! অপূর্ব্ব রহস্য কথা,
লঙ্কার ঘটনাবলি,
জাগিতেছে মনে অকস্মাৎ,
যেন জ্বলিতেছে রাবণের চিতা
সম্মুখে আমার,
বিবসা কাঁদিছে মন্দোদরী।
এবে হইল স্মরণ,
প্রতীক্ষায় রয়েছে লক্ষ্মণ,
প্রাণেশ্বরি ! ত্বরা করি' আসিব ফিরিয়ে ;
ভাল প্রিয়ে ! সুধাই তোমায়,
তপোবনে মুনি কন্যাগণে
কবে যাবে করিতে প্রণাম ?

সীতা। যদি নাথ হয়েছ সদয়,
চল আজি গুণমণি।

রাম। যে বা হয় দেখিব পশ্চাতে,
যাও প্রিয়ে অন্তঃপুরে।
ত্বরায় ভেটিব তথা। প্রস্থান।

সীতা। রাজ-কার্য্যে ভুল না দাসীরে।

প্রস্থান।

সখীগণের পুনঃ প্রবেশ।

গীত।

পাহাড়ী পিলু—দাদরা।

সখীগণ। অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো।
নাহি হেরি কুসুম-মঞ্জরী লো॥
চি'ত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ স্বরে মনোব্যথা কহে সকাতরে,
শূন্য সরোনীর নেহারি' লো॥

ঊর্ম্মি। সখি!
যতনে আনিনু তুলি' ফুল,
সীতাদেবী লুকা'ল কোথায় ছলে,
সবে মিলি' করি অন্বেষণ,
দরশন পাইব এখনি.
সাজাইব কনক-প্রতিমা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

রাম ও লক্ষ্মণ।

রাম। কলঙ্কিনী, হৃদয়-অনল মম,
স্বেচ্ছায় জ্বালিনু আমি চিতানল হৃদে,
জন্মাবধি স'য়েছি বিস্তর,
রাজপুত্র, ভ্রমিলাম বিপিনে কিশোরে,
অগ্নিরাশি জ্বালিনু হৃদয়ে,
বধি শূরশ্রেষ্ঠ বালিরাজে কপট সমরে,
বাঁধি অলঙ্ঘ্য সাগর
ব্রহ্মবধ করিনু লঙ্কায়,
কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী হেতু।
দিনকর! স্বর্ণকর তব
আর না দানিবে আনন্দ অন্তরে মম;
হে চন্দ্রমা!

ফুরাল তোমার হাসি,
সুন্দর সরসী
টল টল বিমল সলিলে,
শুখাইল অভাগা নয়নে,—
ফুল্ল সরোজিনী সহ;
ফুরাইল ভ্রমর-গুঞ্জন,
ফুরাইল মধুরতা রমণীর স্বরে ;
ধরা কারা সম—
সিংহাসন কনক-পিঞ্জর :—
রে লক্ষণ ! জানকীরে রেখে এস বনে,
কলঙ্কিনী জনক-দুহিতা ।

লক্ষ্মণ । চিন্তামণি ! অচিন্ত্য মহিমা তব,
কিঙ্করে হে কি হেতু ছলনা ?
মূঢ় আমি জ্ঞানহীন,
তব তত্ত্ব কেমনে জানিব জ্ঞানময়
যোগীন্দ্র-মানস-মণি ?

রাম । শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
দুষ্টা নারী সীতা,
চিত্রি' রাবণের অবয়ব,
হা[illegible] বাজ লাজে, অশোক কানন মাঝে,

স্বচক্ষে দেখিছি সীতা ঢালিয়াছে কায়
রাক্ষস-ছবির পরে।
কাপুরুষ মম সম
কে কবে জন্মেছে রঘুকুলে ?
পাপের সঞ্চার
নাহি জানি কি হেতু রমণী-বধে,
কলঙ্কিনী বধিলে কি দোষ ?
ছি ছি ছি ছি !
অরণ্য মাঝারে কাঁদিয়াছি সীতা লাগি,—
না করিনু ব্রহ্মবধে ভয়,
বিষ-বৃক্ষ রোপিনু হৃদয়ে,
ফলিয়াছে বিষময় ফল ;
হা ধিক্,—হা ধিক, রাম নামে !

লক্ষ্মণ। চির অনুগত দাস চরণে তোমার,—
দয়াময় রঘুকুল-মণি !
নিদারুণ বাণী কেন শুনি তব মুখে,
জনক-নন্দিনী জননী-স্বরূপা মম।

রাম। জান না জান না, বুঝ না কুলটা-রীতি;
দশে যাহা ঘোষে মিথ্যা কভু নহে তাহা,
দশ মুখে ধর্ম্ম মানি।

লক্ষ্মণ। প্রভু!
আজন্ম সেবিনু শ্রীচরণ ;
শ্রীচরণ ধ্যান জ্ঞান, শ্রীচরণ হেরি'
বনবাসে পাশরিনু রাজ্য-সুখ;
শ্রীচরণ-আশে কুটীর নিবাসে,
লইনু নশ্বর শর করে,
বিনাশিতে বিরাম-দায়িনী নিদ্রা ;
শুনি কপি-সৈন্য-টিট্‌কারী,
তুলে নিল শেল কোপে দুর্জ্জয় রাবণ.
কাঁপিল ভুবন,
ভাবিলাম অন্তিম আমার,
পড়েছিল মনে শ্রীচরণ,
ভেবেছিনু নয়ন মুদিয়া,—
মা জানকী কোথা এ সময়।
হে অনাথনাথ! হেন বজ্রাঘাত,
কেন কর পদাশ্রিত জনে ?
প্রভু দেহ শিক্ষা মোরে,
কি বলে ভুলাব জানকীরে,
যবে,
সুধিবেন সতী সাদরে দেবর বলি;

"কোথা যাব দেবর লক্ষ্মণ একাকিনী
শ্বাপদ সঙ্কুল বন মাঝে ?"
যবে,
ঝিল্লীরবে মেলিয়ে বদন
তিমির-রূপিনী নিশি গ্রাসিবে ভুবন,
ভয় বাসি,
জনক-নন্দিনী কাঁদিবেন সকাতরে,
"কোথা ওরে দেবর লক্ষ্মণ,"
কি বলে ফিরিব প্রভু,
শিখাও দাসেরে।
নিষ্ঠুর হে দুর্ব্বা-দল-শ্যাম,
কি ভাষে হে বনবাসে লইব বিদায়।
প্রভু বধুন দাসেরে,
নহে মোরে ত্যজ দয়াময়,
অন্যে কহ, অন্যে দেহ ভার,
সোণার প্রতিমা জলে দিতে বিসর্জ্জন,
রাজলক্ষ্মী পাঠাইতে বিপিন নিবাসে !

রাম ! সরল তোমার প্রাণ,
জাননা নারীর রীতি ভাই রে লক্ষ্মণ !
ছিল অহল্যা পাষাণী

মহামুনি গৌতম গৃহিণী,
কুলটা-দোষের হেতু ;
পড়ে কিরে মনে
যবে পাড়িলাম বালিরাজে
দুর্জ্জয় ঐষিক-বাণে,
কাঁদিল বিবসা—
পতির চরণ-তলে তারাকারা তারা,
পুন হের আচরণ, মিলিল সুগ্রীব সনে ;
অম্বিকার বরে ভীম রক্ষবরে
নাশিলাম রণস্থলে,
মন্দোদরী, এলায়িত বেণী,
দুনয়নে প্রবল-নির্ঝর-স্রোত,
কাঁদিল রূপসী,
বসি একাকিনী, সে ভীষণস্থলে ;
প্রস্তরে বহিল নীর,
নীরবিল শৃগালের রোল,
অশনি ভেদিল মন্দোদরীর রোদনে ;
হের এবে,
সেই মন্দোদরী বিভিষণ-পাশে,
লঙ্কা-রাজ্য সিংহাসনে ;

মোহিনী মায়ার ছলে
আছিনু আচ্ছন্ন ভাই,
তেঁই সাপিনীরে হৃদে দিনু স্থান,
নিজ শিব ভাঙ্গিনু চরণ ঘায়।
হায় হায়!
কলঙ্ক এ কুলে!
রঘুকুলে কলঙ্ক-রটনা!
সূর্য্য রাহু গ্রাসে,
ভস্মরাশি যজ্ঞের অনলে,
রম্য-বন প্লাবন কবলে!
হা সীতা—হা মমতার ধন,
বিষময় তুমি হেন!
সীতার উদ্ধার লাগি অম্বিকার পদে
অর্পিতে নয়ন, তুলিলাম করে বাণ,
সে সীতারে করিব বর্জ্জন!
হৃদিপিণ্ড ছেদি মহাশরে;
যাও সীতা লয়ে বনে,
কলঙ্ক-আগুনে বাঁচাও হে গুণনিধি,
ওহো—কাঁদে প্রাণ ভাইরে লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। রঘুমণি! ক্ষম দাসে।

রাম। বুঝিনু বুঝিনু ভাই তুমিও লক্ষ্মণ,
আজি ত্যজিলে পামরে ঘৃণায়,
সেই হেতু না শুন বচন।

লক্ষ্মণ। দ্বিধা হও জননী মেদিনী,
বজ্রাঘাত হ'ক শিরে,
রে নয়ন করনা রে বারি বরিষণ,
উপাড়ি পাড়িব বাণে ;
যবে রক্ষ- ছলে ভুলে,
বন মাঝে জনক দুহিতা
করিলেন দাসে তিরস্কার,
ঝরে ছিলি এই রূপ,
হ'ল পরে বজ্রাঘাত,
আজি সেই বারিধারা নয়নে আমার,
পুনঃ সেই বজ্রাঘাত—হায় হায়,
দয়াময় !
পালিব হে আজ্ঞা তব,
বজ্রপাতি লব বুকে তোমার বচনে,
জ্যেষ্ঠ তুমি পিতৃ-সম মম ;
কিন্তু এই খেদ মনে,
সেবিনু তোমায় প্রাণ পণে,

ভাল কীর্ত্তি রাখিলে আমার ;
শূর্পনখা নাক কান কাটিলাম রোষে,
অবমান করিনু নারীর,
সে হেতু কি শাস্তি দিলে দাসে,
তুলে দিলে কলঙ্ক পশরা শিরে !

রাম। শুন ভাই আছে হে মন্ত্রণা,
তপোবনে যাইতে বাসনা,
জানায়েছে সীতা মোরে,
কহ তারে কার্য্য হেতু রহিলাম গৃহে,—
ছলনায় ভুলায় ললনা,
ছলনায় ভুলাও সীতারে ;
রেখে এস তাপস কাননে,
ভাগ্য-গুণে মিলি মুনি-পত্নী-সনে
খণ্ডে যদি মহাপাপ,
ঘুচে যদি,
অঙ্গার মালিন্য মিলি অনল সংহতি।

লক্ষ্মণ। করেছি প্রতিজ্ঞা দেব পালিব বচন।

রাম। ভাল যাও ভাই—

লক্ষ্মণের প্রস্থান।

প্রাণ কাঁদে, ভাই রে লক্ষ্মণ !
মমতায় ভেসে যায় কাঠিন্য আমার,
জানকীরে পাঠাইব বনে;
বারিধারা হেরিয়ে নয়নে ,—
রাখি একাকিনী বনে,
কেমনে বা ফিরিবে লক্ষ্মণ !
হা সীতা ! হা রামের জীবন !
ওহো রঘুকুলে কালি !
দয়া কর দানব-দলনি,
রণে বনে দুর্গমে সঙ্কটে,
তারিয়াছ দাসে তাপ-হরা
তার মাগো হৃদয়-সঙ্কটে,
মহিষাসুরে সমরিলে মহিষ-মর্দ্দিনি
হুঙ্কারি আঁধারি দিশা !
হের,
সে ঘোর তিমির আজি অন্তরে আমার,
অন্তর আনন্দ-ময়ি !
শক্তি দেমা শক্তি-স্বরূপিনি
বিনাশিতে তমোরাশি !
শক্তি দেমা শশাঙ্ক-ধারিণি ।

রাখিতে বংশের মান !
নয়ন সলিলে ধুইব কুলের কালি ।

প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সরযূ তীর।

সীতা ও লক্ষ্মণ।

গীত।

গৌরী—পটতাক

সীতা। এক তানে, সমীরন সনে,
গাইছে তটিনি গুণ গুণ স্বরে,
ফুল্ল নিরে ফুল ফুল্ল ঝরে,
হেলা দোলা তরঙ্গ লীলা
বাইছে ধাইছে তর তরে ;
চিত রঞ্জন গুঞ্জুন ফুল-কুল-চুম্বন,
পরিমল বিভোর, টল টল মধুকর
স্বর মধুর ঢালিছে প্রাণ ভরে।

নাথ সনে কত দিন,
ভ্রমিছি সরযু তীরে ;
আজ কিবা রম্য বনস্থলী ;
ধূষর নীরদ খেলিছে তপন সনে,
আবরিছে সোহাগে মিহির ;
তরুরাজী সহ লতা বিলাসিনী
দুলিছে সোহাগে আমোদিনী ;
রে লক্ষ্মণ,
কি হেন মহৎ কাযে বদ্ধ রঘুমণি ?

লক্ষ্মণ। হের দেবি অস্তাচলে দিন-দেব !
চল দ্রুত পদে তপোবনে,
ফিরিব গো না আসিতে যামি !

সীতা। কি মোহিনী না জানি পুলিনে ;
যেন গুণ গুণ স্বরে সম্ভাষি আমারে ,
কহিছে সরযূ সতী ;
যেন,
সকরুন স্বরে সম্ভাষিছে সমীরণ,
দূর স্মৃতি জাগিছে মধুর,
দূর বংশীরব সম ;
মায়া মৃগ এবে তব পড়ে কিরে মনে ?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মায়াধর সন্মুখে তোমার!
(প্রকাশ্যে) চল দেবি ত্বরিত গমনে,
গোধুলি আগত প্রায়।

স্থমন্ত্রের প্রবেশ।

সুম। আছে রথ বটবৃক্ষ মূলে,
অশ্বগণে লভিছে বিরাম।
লক্ষ্মণ। রহ অপেক্ষায় সুধীবর!
চল মাতঃ বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।

লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান।

সুম। লক্ষ্মীহীনা হল পুরী;
দেব লীলা কে পারে বুঝিতে,
সীতা নামে কলঙ্ক ঘোষণা,
শতদলে পশিল ফণিনী;
কে জানিত,
এ প্রাচীন কালে পাইব এ মনস্তাপ।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

সীতা ও লক্ষ্মণ।

সীতা। দেখ দেখ দেবর লক্ষ্মণ,
অলক্ষণ পদে পদে,—
ভয়াকুল পলায় দক্ষিণে শিবা,
নাচিতেছে দক্ষিণ নয়ন ;
শুন শুন,
ভয়ঙ্কর নাদে বহিছে প্রবল ঝড়,
শুন শুন ভৈরব হুঙ্কার,
জ্ঞান হয় কাঁপিছে বসুধা ;
হের,
সন্ সন্ উদিছে আকাশে
ঘোর ঘনঘটা
মুহুর্মুহুঃ উগারি অনল শিখা ;

হের, অন্ধকারে ডুবিল ভুবন,
নিবিড় জলদ-জাল ঢাকিল অম্বরে ;
ভয়াকুল জীবকুল
ঘোর রবে করে আর্ত্তনাদ ;
কোথা যাব,
মড় মড় পড়িছে চৌদিকে তরু;
উন্মাদিনী প্রকৃতি বিহ্বলা ;
শুন শুন কঠোর বজ্রের নাদ !
করি-করাকার ধারা
বরষিছে মেঘমালা রুষি,
গর্জ্জে ঊনপঞ্চাশ পবন ;
চল ফিরে অযোধ্যা নগরে ।

লক্ষ্মণ । শুন শুন মাতৃস্বরূপিনী সীতা,
জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় এনেছিগো বনবাসে,
কহি মাগো উন্মাদ প্রকৃতি সাক্ষ্য করি,
নহে মিথ্যাবাণী,
কেমনে বুঝিব রাম-লীলা !
ক্ষমা কর অধমেরে,
রাম আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি ;
হা মাতঃ ! হা রাজলক্ষ্মি !

বালক লক্ষ্মণ তোর সীতা,
শিরে তার
এ কলঙ্ক ডালি কেন দিলে গো জননি !—
কুক্ষণে লক্ষ্মণ জন্ম হইল আমার ;
ধিক্ বীর্য্য ধিক্ বাহুবলে,
অবলায় দিনু বনবাস,
কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিনু ধরায় !

সীতা। ঝর ঝর বারিধারা,
বজ্র অগ্নি নাচ চারিদিকে,
প্রলয় পবন বহ বৈশ্বানর শ্বাস,
চূর্ণ কর সুমেরু শিখর,
উথল সাগর, ধরা যাও রসাতলে;
রাম হেন স্বামী মম বাম,—
রে লক্ষ্মণ ! রে লক্ষ্মণ ! রে লক্ষ্মণ !
ওহো শূন্যবন ! একাকিনী বনমাঝে !
এই কিগো জগত জননি,
ছিল মা তোমার মনে !
ফের' ফের' নিদয় লক্ষ্মণ !
পঞ্চমাস গর্ভবতী আমি;
গর্ভে মম রামের সন্তান,

নহে কিরে এখন (ও) রেখেছি প্রাণ।
চিরদিন সদয় হে তুমি
দুখিনী সীতার প্রতি,
আদর্শ দেবর বৎস ;
ফের' ফের' বারেক লক্ষ্মণ,
নিবেদন মম জানাইও রঘুনা'থে ;
"যেন জন্ম জন্মান্তরে
হয় মম রাম সম স্বামী,
সীতা নারী না হয় তাঁহার।"
আরে রে নিদয় বিধি, যাচি নাই নিধি,
দিয়ে ছিলে রাম গুণধাম,
কেন পুনঃ বাম হলে অবলারে ;
কোথা যাব—কেমনে রাখিব প্রাণ,
বাঁচাইব রামের সন্তান ;—
বড় সাধ ছিল মনে,
জগত জননি !
নাহিক জননী মম তাই ডাকি তোরে,
মা বিনে গো দয়াময়ি,
আর কারে ডাকিবে মা অনাথিনী ;
বড় সাধ ছিল মনে,

নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম-কোলে
দিব তুলে নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম সুত,
প্রেমসূত্রে গাঁথিব নূতন ফুল ;
সাধে মাগো ঘটেছে বিষাদ।

গীত।

আশোয়ারী—আড়াঠেকা।

লজ্জা রাখ শিবরাণি, ওমা লজ্জানিবারিণি !
গর্ভবতী পতিহারা বনমাঝে পাগলিনী।
ঘোরা যামিনী, দুখিনী একাকিনী,
চিত চমকে, মা তমোনাশিনি,
বন শ্বাপদ-সঙ্কুল, ওমা পরাণ আকুল,
রাখ অকূলে তনয়ারে তারিণি ;
অবলায় রাখগো রাঙ্গাপায়,
তারা তাপহরা দীন জননি।

অদূরে বাল্মীকির প্রবেশ।

গীত।

বেহাগ—আলাপ।

চিন্তামণি-চরণাম্বুজ-রজ
চিত ভুখা ভুখা রহো,

পিও রাম নাম সুধা,
গাওত রাম নাম,
জপত রাম নাম
বোলত রাম নাম
বদন ভরি ভরি ;
ধনুধারী, তাপ দাপহারী
নারায়ণ মদন-মান-মথন রে।

গীত।

মেঘ—একতালা।

চমকে চপলা চমকে প্রাণ,
চাহ মা চপলা হাসিনি,
হাঁকিছে পবন, কাঁপিছে গহন,
রাখ মা মহিষ নাশিনি।
কড় কড় কড়ে কুলিশ নাদিছে,
ভীম নিনাদিনী কলুষ-হরা ;
গরজে গরজে ঘন ঘন ঘন ;
দেখা দে বিন্ধ্যবাসিনি।

কি করিব কোথা যাব হায়,
কে আমারে রাখিবে সঙ্কটে,

শঙ্করি মা শঙ্কটবারিণি,
অশোক কাননে পরমান্ন দানে
বাঁচাইলে, অন্নপূর্ণা মহামায়ি,
ডাকে পুনঃ জনক নন্দিনী
মহেশ-মোহিনী, লজ্জ ভয়ে,
অভয়া দে আশ্রয় চরণে।

বাল্মী। কে তুমি জননী,
এ কান্তরে বসি একাকিনী,
নলিনী মাঝারে
হেরেছি মা তোরে বীণাপাণি ;
কেন বিমলিনী, কেন ধরাতলে
শতদলনিবাসিনি ;
অরবিন্দ আঁখি
কেন ভাসে অরবিন্দ-নিভাননি ;
দেমা দেগো পরিচয়,
তাপস তনয় সন্মুখে তোমার সতি।

সীতা। ওগো অনাথিনী রামের রমণী আমি।

(মোহ)

বাল্মী। আহা ধিক্ ধিক্ লেখনীরে,
বিদরে তাপস-হিয়া।

উঠ উঠ চৈতন্যদায়িনি,
মোহ দূর কর মা মোহিনী ময়াময়ি।

সীতা। ওগো আমি জনম দুখিনী,
নাহি জানি জননী কেমন,
রাজ-ঋষি জনক আমার,
সূর্য্যবংশ কুলবধূ,
দশরথ শ্বশুর ঠাকুর,
রাম স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ ;
আমা হেতু তারা অনাথিনী,
মন্দোদরী পতিপুত্রহীনা অভাগিনী ;
আমিও গো আজি কাঙ্গালিনী,
পতি মোরে ঠেলেছেন পায়।
আছে রামের সন্তান গর্ভে মম,
কেমনে বাঁচাব,
কেমনে রাখিব পাপ প্রাণ।

বাল্মী। ত্যজ মাগো ত্যজ গো রোদন,
বাল্মীকি দাসের নাম, অদূরে আশ্রম ;
সফল জনম মাতা তব আগমনে।

সীতা। দেব ! দয়া কর দুখিনীরে,
পিতঃ লহ তনয়ার ভার !

গর্ভবতী সদা সশঙ্কিতমতি নারী।

বাল্মী। চল গো জনকসুতা চল গো আশ্রমে,
হউক উদয় শান্তি তপোবন মাঝে।

সীতা। শান্তি দেমা, শান্তি বিধায়িনি!
শান্তি নামে তপোবনে তুমি সনাতনী!
শান্ত করি ভ্রান্ত প্রাণ মম—
অশান্ত মা মাতঙ্গিনী সম—
জগৎ মাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম;
ছিন্ন অন্য ডুরি,
প্রেমে বাঁধা রেখো গো সংসারে,
ওরে কে অভাগা এসেছে জঠরে!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরযূতীর।

লক্ষণ ও সুমন্ত্র।

লক্ষ্মণ। শুন সুমন্ত্র সুধীর,
ত্যজ মোরে, ডুব দিই সরযুর নীরে!
শুন,
সমীরণে নাচিতেছে উন্মাদিনী ধ্বনি ;
বন মাঝে উন্মাদিনী,
ভুত-দ্বন্দ্ব মাঝে একাকিনী—উন্মাদিনী!
উন্মাদ চীৎকার,—
স্বচক্ষে দেখেছি,
নিশ্বাসে ভেঙ্গেছে বন,
কাঁপিয়াছে অনন্ত নাগিনী,
বজ্র-মাঝে বজ্রাহত বামা

ব্যাকুলা বিবসা উন্মাদিনী;
কাঁদে শোকাকুলা
স্তম্ভিত মেঘের ধারা
উন্মাদিনী
উন্মাদ আরাব ধাইছে পশ্চাতে মম
লুকাই সরযূ নীরে।

সুমন্ত্র। বিজ্ঞ তুমি বীরবর,
ঘটিয়াছে যা ছিল বিধির মনে,
কি দোষ তোমার
পালিয়াছ জ্যেষ্ঠের বচন,
বিশেষতঃ ভ্রাতৃ অনুরোধে,
করেছ দুষ্কর কার্য্য, মতিমান্;
উদ্‌যাপন করেছ কঠিন ব্রত,
নাহি জানি এতক্ষণ সীতার বিহনে
কি করেন চিন্তামণি।

লক্ষ্মণ। কাঁপি নাই মেঘনাদ সিংহনাদে,
শক্তিশেল হেরি
পলক পড়েনি নেত্রে,
পালাইনু পালাইনু ভয়ে,
নহে পরমাণু হইত শরীর,

এল এল এল সে আরাব,
নাহি জানি কি সাহসে আছ স্থির,
এল এল এল সে আরাব,—
হৃদি বিদারক ধ্বনি—
ওহো সুমন্ত্র সুধীর,
বনে দিছি শ্রীরামের সীতা !

সুমন্ত্র। চল বীরমণি
বিলাপে কি ফল আর !
রাখ রাজ্য, রক্ষা কর অযোধ্যানগরী,
ত্যজ শোক চাহ যদি রামের কল্যাণ,
নহে রাম রাজ্য হবে বন।

লক্ষ্মণ। শুন শুন উন্মাদ প্রকৃতি
গাইছে সে উন্মাদ সঙ্গীত,
চল রাম পদে লইব আশ্রয়,
নহে জীবন সংশয় মম,
নাদে ধ্বনি ব্রজনাদ জিনি।

দূতের প্রবেশ।

দূত। দেব ! প্রমাদ পড়েছে বড়;
রঘুবীর অধীর হৃদয়,
শূন্য মন শূন্য দৃষ্টি,

শূন্য করি অযোধ্যা নগরী
সমাগত সরযূ পুলিনে,
ক্ষণ অচেতন্ চেতন বা ক্ষণে,
আঁখি বারিধারা
মিশায় সরযূ নীরে,
উষ্ণ শ্বাস মিশায় সমীরে,
মহর্ষি বশিষ্ঠ সাথে
প্রবোধিতে নারেন রাঘবে।

সুমন্ত্র। চল শীঘ্র ঘটেছে প্রমাদ।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সরযূর অপর পার্শ্ব।

রাম ও বশিষ্ট ইত্যাদি।

রাম। কি হল কি হল হারাইনু জানকীরে!
মন্থরার মন্ত্রণার বলে
চলিলাম যবে বনাশ্রমে,

কেন হে জানকী তুমি এসেছিলে সাথে,
নহে কোথা দেখিত রাক্ষসে,—
জীবনের সার জানকী আমার মুনিবর !
ওহো কলঙ্কিনী, কলঙ্ক সাগর মাঝে
হরিল জানকী যবে দুষ্ট নিশাচরে,
কাঁদিলাম তিতিয়া মেদিনী,
তৃণ-জ্ঞানে ভেদিলাম সপ্ততাল রোষে,
হিতাহিত নাহি জানি
হানিনু দুর্জ্জয় শর বালির হৃদয়ে,
অবিরাম করিনু সংগ্রাম,
জীবন উপেক্ষা করি ;
সে সীতায় পাঠাইনু বনে—
বাণিজ্যের পূর্ণ তরী ডুবাইনু কূলে ।

লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের প্রবেশ ।

রে লক্ষ্মণ !
রণে বনে হয়েছ সহায়,
বাঁচাও বাঁচাও ভাই যায় বুঝি প্রাণ ।

লক্ষ্মণ । রক্ষ রক্ষ রঘুমণি,
এল এল ভীষণ আরাব,

বন মাঝে বিষাদিনী,
একাকিনী, বন মাঝে সীতা ;
রক্ষ দাসে রাজীবলোচন !

রাম। সীতা হারা পড়েছে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে;
রাম নামে কায কিরে আর ;
যাই যাই সহ ভার ধরা।

(রামের মোহ।)

বশিষ্ট। ধন্য মহামায়া,
মায়া পাশে বদ্ধ রাম জগত গোঁসাই,
ঘটিবে প্রলয়,
তপোবলে নাহি চেতনিলে দুই জনে ;
শক্তি হীন কে রহে চেতন,—
শক্তি হীনা অযোধ্যা নগরী,
শক্তিরূপা বিপিন নিবাসী
রাজ্য পরিহরি আজি,
উঠ জগত গোঁসাই
উঠ হে লক্ষ্মণ শূর।

(রাম ও লক্ষ্মণের চেতন।)

রাজকার্য্য মহাব্রত,
জানকী আহুতি যার,

বাঁধ মন ধর বীর পণ
রাখহ বংশের মান ;
উত্থাপন করহ কঠিন ব্রত।

রাম। মুনিবর, ছন্নমতি মম সীতা বিনা,
কুল-পুরোহিত তুমি,
রাখিব বচন তব,
অনেক সয়েছি দেখি কত সহে আর,
চল ভাই রোদনে নাহিক ফল,—
বিসর্জ্জিনু রাজরাণী বংশ-মান হেতু,
রাখিব বংশের মান পালিয়ে প্রজায়।
পুত্র সম তুমি ভাই সহায় আমার,
ত্যজ অনুতাপ,
বাঁধ বুক চাহি মোর মুখ।

লক্ষ্মণ। রঘুমণি!
কঠিন আরাব পশিয়াছে হৃদাগারে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

লব, কুশ ও সীতা।

লব। রাম রাজা করেছি মা গান।

সীতা। গাও তবে সীতার বর্জ্জন।

কুশ। আয় ভাই গাই।

লব। কেন তুমি কাঁদ মাগো ?

কুশ। রাম কে মা ?

লব। তুমি সীতা আর কেগো সীতা মা জননী ?
সে সীতা কি তোর মত মা ?
কোন বনে আছে মা সে সীতা ?

কোথা বা সে রাম ?
চল বলি তারে
ঘরে ফিরে নিয়ে যাক সীতা,
জনম দুঃখিনী ;
কাঁদ কেন,
সীতা বনে যাবেনা মা, কেঁদনা জননী ।

কুশ । হ্যাঁ মা,
মুনি বলে রাম গুণধাম,
কেন রাম পাষাণ এমন ?

সীতা । ওরে দুঃখিনী সন্তান,
রাম কভু নহেত পাষাণ,
দয়াময় ভুবন-পাবন তিনি,
অভাগিনী জনক-নন্দনী সীতা ।

লব ! হ্যাঁ মা, যদি দয়াময়,
অবলায় কেন দিলে বনে ?
হ্যাঁ মা, মা বলে মা কেবা ডাকে তারে ।

সীতা । গাও দুটী ভাই মিলে রাম গুণগান ।

লব । কাঁদিবেনা বলগো জননী ।

কুশ । দেমা করতালি,
দাদা, তুলেনেনা বীণা ।

গীত।

রামকেলী দাদ্‌রা।

কুশীলব। রামনাম গাওরে বনের পাখী।
প্রাণভরে আয় রাম বলে ডাকি।
রামনাম গাওরে বীণে,
নামের গুণে ভাসে শিলে,
রামনাম গেয়েছিল বনের যত বানর মিলে,
গুহ প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীলকমল আঁখি।

কুশ। আয় দাদা, খেলি গিয়ে বনে।
সীতা। যেওনারে গহন কাননে।

গীত।

মিয়ামল্লার দাদ্‌রা।

কুশীলব। ডাকে পাখীগুলি চল ফুলতুলি।
ধরিধনু করে শরে শরে,
চল বাধিগে মরাল ধারাগুলি।
চল গগণে পবনে রোধ করি
শত শত কত পাখীর কার,
চল গিরি-ভুলি, মাখি রণধুলি।
কুশ ও লবের প্রস্থান।

অলিক্ষরার প্রবেশ।

সীতা। কি হেতু বিলম্ব সখি আজি,
কেন,
রোদনের চিহ্ন হেরি বদনে তোমার,
মূর্ত্তিমতি শান্তি তপোবনে,
না জানি সজনি,
কত ঋণে ঋণী তোর কাছে, অভাগিনী।

অলি। আহা অভাগিনী ভগিনী আমার,
এই কিলো ছিল তোর ভালে।

সীতা। মমদুখে তুমি গো দুখিনী,
তাই আমি কাঁদি সুলোচনে
ধরিয়া তোমার গলা,
তুমি কত কাঁদ প্রাণ সই;
আজি কেন কাঁদগো নীরবে
রোদনের ভাগ দেহ দুখিনী সীতায়।

অলি। শুনিনু যে সমাচার সখি,
পাষাণ বিদরে শুনে,
অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী রাম;
নাহি এল অনুচর লইতে তোমায়।

সীতা। একা যজ্ঞ করিবেন রাম,

কি বা কোন ভাগ্যবতী সতী
পাইয়াছে নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম পতি।

অলি। যজ্ঞ কথা শুনে ভেবেছিনু মনে সই,
স্ত্রী বিনে কভু না হয় যজ্ঞ সমাধান,
লইতে তোমারে রাজা প্রেরিবেন দূত ;
ভেবেছিনু সাজাব তোমায়
পাঠাইতে পতিপাশে,
বিফল সে আশা !
মরি,
আঁধার সাগর মাঝে রহিল কমলা,
আঁধারি গোলক পুরী,—
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, সীতা !

সীতা। ব্যাকুলা নহি গো আমি ;
কত তাপ পশ্চিম তপনে—
কহ বিধুমুখি,
কোন ভাগ্যবতী বসেছে রামের পাশে ?

অলি। শুনিলাম ব্রহ্মার আদেশে,
গড়িয়াছে স্বর্ণ-সীতা
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কৃতী।

সীতা। সখি,

জন্ম জন্মান্তরে শ্রীরাম চরণে,
যেন চিত রহে অচলিত,
কহ যজ্ঞ কথা সবিশেষ,—
কে দিল তোমারে সমাচার ?

অলি। দিতে আমন্ত্রণ মুনির আশ্রমে
এসেছিল দ্বিজবর অযোধ্যা হইতে,
না কি,
যজ্ঞ তুরঙ্গম ভ্রমিতেছে দেশে দেশে
স্বেচ্ছাধীন ;
বীর শত্রুঘ্ন চতুরঙ্গ দলে
রক্ষক সংহতি।
যাব আমি কুসুম চয়নে,
চন্দ্রাননি, একাকিনী রবে তুমি,
আহা,
অভাগিনী কাঁদিতে কি সৃজন তোমার,
বাঁধ হিয়া চাহি দুটী সন্তানের মুখ।

সীতা। সখি, কাঁদিনাই আমা হেতু—
দয়াময় রাম,
না জানি কাঁদেন কত দাসীর বিহনে।
আজি পড়ে মনে সই,

যবে,
পুষ্পকে রামের বামে বসিনু সোহাগে,
জুড়াল তাপিত প্রাণ,
ধাইল তুরঙ্গগণে অযোধ্যাভিমুখে,
সম্ভাষি মধুর ভাষে রাম গুণমণি ;
আর কি সজনি,
শুনিব সে বীণা বাণী এ জনমে !
একে একে অঙ্গুলি নির্দ্দেশি,
দেখাইয়া স্থান কহিলেন প্রভু ধীরে,
কোন স্থানে কেমনে দুখিনী বিনে
বঞ্চিলেন গুণমণি।
শুনি সই ঝরিল নয়ন,
যবে,
কলঙ্কের ডরে, ত্যজিলা দাসিরে প্রভু,
ছিল না গো সন্তান জঠরে ;
প্রবেশিনু অগ্নি-কুণ্ড মাঝে।
দেখেছি সজনি
বিদরে হৃদয় মম সে কথা স্মরিলে,—
স্মরি অভাগীরে
পড়িলেন রাম ভূমিতলে,

ভূকম্পনে শালবৃক্ষ যেন,
ভয়ে লাজ ভুলি কাঁদি সকাতরে,
অনলে করিনু স্তুতি
বাঁচাইতে পোড়া প্রাণ,
অচেতন পতি, হইনু উতলা সই,
চেতন পাইলা নাথ আমা দরশনে,
বিচলিত চিত সুলোচনে ;
না জানি গো দূর্ব্বাদলশ্যাম মম,
কত বসি কাঁদেন বিরলে ;
কেহ নাহি পাশে মুছাতে নয়ন ধারা ।
যবে গভীরা যামিনী বসি দ্বারে,
শিশু দুটী ঘুমায় কুটীরে,
চাঁদপানে চাহি কাঁদি সই,
চাঁদমুখ পড়ে মনে ;
সুধি সুধাংশুরে, জেগে কি আছেন নাথ ;
না জানি কে বুঝায় রাঘবে ;—
স্বর্ণসীতা না দিলে উত্তর—
কোথা রাম কোথায় গো আমি !

অলি । আরেরে নিন্দুক,
উগারি গরল জ্বালাইলি রাম সীতা,

শিবশক্তি করিলি রে ভেদ।

সীতা। যজ্ঞে যদি যান তপোধন,
কহিবেন যজ্ঞকথা তোমার নিকটে,
যজ্ঞব্রতী রাম রঘুমণি,
আমি গো কাননবাসী,
ক্ষীর সর নবনী বিহনে,
তুলে দিই বন ফল রামের বালকে,
যথা যাই সর্ব্বনাশ তথা,
সে হেতু শমন মোরে নাহি লয় ডরে ;
ভাবি দিন দিন ত্যজিব পরাণ সখি,
হেরি বাছাদের মুখ
পাসরি মনের দুঃখ মনে ;
যদি কভু,
ঘটে পোড়া ভালে,
শ্রীরামের কোলে
দিতে পারি এ দুটী সন্তান ;
তখনি গো ত্যজিব জীবন ;
অনেক সয়েছি সখি জনমদুখিনী।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরযূ তীর।

শত্রুঘ্ন ও দূতদ্বয়।

১ম দূত। হায় রে হায় কপাল পোড়া,
ঘোড়া ধল্লে দুটো ছোঁড়া,
বলতে গেলুম মাত্তে এল তেড়ে।
বল্লুম,
ঘোড়া রাখে শত্রুঘন;
তলব কারে দেছে যম,
ভাল চাস্‌তো ঘোড়া দেতো ছেড়ে।
কেলে কেলে দুট ছেলে,
তীর ধনুকে সদাই খেলে,
বলে,
মুখ নাড়িশ নি যাতো ভেড়ের ভেড়ে।

শত্রু। কেবা সেই শিশু দুই জন,
কাহার সন্তান,
ভুলায়ে বালকে নারিলে আনিতে হয় ?
যাও পুনঃ,
কহ অশ্ব ফিরে দিতে মধুর বচনে,
শিশু সনে যুঝিবে লবণ অরি,
অপযশ ঘুষিবে সংসারে।

২য় দূত। শিশু নয় সাক্ষাৎ শমন !
শুন শুন বীরবর,
হেরিলাম শিশু দুই রাম,
বন মাঝে ধনুধারী ;
কিবা অলকা তিলকা আহা মরি,
কহে পুনঃ পুনঃ বীরের তনয় মোরা ;
করি রণজয় কাড়ি লও হয়।

শত্রু। চল যাই কোথা দুটী শিশু।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

লব ও কুশ।

লব। শুন ভাই সৈন্য কোলাহল—
বুঝি আসিতেছে শত্রুঘ্ন রণে ;
সীতার তনয় কারে ভয় করি ভাই,
দিব, বাহুবলে রসাতলে,
যে হইবে বাদী !

কুশ। দাদা দেহ পদধূলি,
আমি যুঝি শত্রুঘ্ন সনে,
রাখ তুমি তুরঙ্গম।

লব। অদূরে সৈন্যের কোলাহল—
এস দুই ভাই করি রণ।

কুশ। দেখ নাহি কালি,
বাণে বাণে ঢাকিনু রবির তেজ,

পুনঃ বাণ কৈনু সম্বরণ
জননীর ডরে ;
দিনমণি ভাতিল আবার ;
আজি রণস্থলে সেইরূপ বরষিব শর,
দেখাইব প্রতাপ ভুবনে ;
ভাল হ'ল হইল বিবাদ—
বড় মম আনন্দ সমরে ।

লব । ভাল দেখি তোর রণ ;
রহিলাম ধনুকে জুড়িয়া বাণ,
হও যদি কোন অংশে ঊন
এই বাণে নাশিব সবারে ।

শত্রুঘ্নের প্রবেশ ।

শত্রু । কেরে তোরা মুনির তনয়,
হেরিয়ে জুড়ায় আঁখি ।
যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন রাম,
ফিরে দেহ বাজী,
শত অশ্ব দিব বিনিময়ে ।

লব । রক্ষা করি তপোবন দুটী ভাই,
মান পরাজয়, লয়ে যাও হয়,

বীরের তনয় বাঁধিয়াছে বাজী ;
ভিক্ষুকেরে ভুলাইও দানে।
শক্র। বুঝি বা এ রামের তনয়,
অবয়ব রামের সমান।
কহ কে তোরা রে দুটী ভাই,
পরিচয় দেহ মোরে
কার রে বাছনি তোরা।
লব। যদি ভয় হয় মনে
যাও ফিরে অযোধ্যায় ;
লিখেছ অশ্বের ভালে
"ধরিবে যজ্ঞের ঘোড়া বীরপুত্র যেই"।
আছি রণ প্রতীক্ষায় দোঁহে,
ভুবন বিখ্যাত বীর তুমি,
ধর বীর পণ দেহ রণ,
পরিচয় রণস্থলে কিবা কায।
কুশি ! সীতা পুত্র মোরা দোঁহে,
না জানি পিতার নাম,
পরিচয় কহিব কেমনে ?
কুশ ! এড়ি বাণ বধি শক্রঘন।
লব। এ নহে যুদ্ধের রীতি,

অগ্রে যুদ্ধ দি'ক শত্রুঘন,
বাঁধিয়া রেখেছি বাজী,
যদি শত্রুঘন ভয়ে ভঙ্গ দেয় রণে,
সংগ্রামে কি প্রয়োজন।

শত্রু। ফিরে দেহ হয়,
মিছে কেন প্রাণ দেবে রণে।

লব। ফিরে যাও অযোধ্যায়,
মিছে কেন হারাবে জীবন।

কুশ। হান অস্ত্র রাখ বাক্য ঘটা।

শত্রু। আইল তোদের কাল রাতি।

(যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

লব। ভাল দেখি রণ ;
ধন্য বীর শত্রুঘন
যুঝে এতক্ষণ কুশীসনে !
ধন্য অস্ত্রশিক্ষা লবণারি !
যাই রণে কুশীর সহায়ে,
জয় মা জানকী পড়িয়াছে শত্রুঘন।

নেপথ্যে। পলাও পলাও
শিশু নয় সাক্ষাৎ শমন।

নেপথ্যেকুশ। যাও ক্ষুদ্রমতি সবে ;
রণের বারতা কহ রামের নিকটে।
লব। ধন্য কুশী ধন্য তোর বাণ !

কুশের পুনঃ প্রবেশ।

কুশ। দাদা পড়িয়াছে শত্রুঘন।
লব। চল ভাই মার কাছে যাই,
অদর্শনে কাঁন্দেন জননী ;
চল রণসজ্জা রাখি বন স্থলে,
যুদ্ধ কথা রাখিস্ গোপন।
কুশ। চল যাই ফিরে, কিন্তু আসিব এখনি,
অবশ্য আসিবে রাম এ সংবাদ শুনি ;
কোথা রেখে যাব ঘোড়া ?
থাক্ অশ্ব লতিকা- বন্ধনে।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

—

সীতা ও অলিক্ষরা।

অলি। ওগো জনকনন্দিনি!
না জানি বা কি বিপদ ঘটে,
শুন শুন সৈন্য-কোলাহল তপোবনে,
গিয়েছিনু বারি হেতু সরযূর তীরে,
জল স্থল কাঁপিল সঘনে,
দেখিলাম চারিদিকে বাণ অগ্নিময়,
না জানি কে যোঝে কার সনে,
ক্ষণ পরে ভাঙ্গিল কটক;
মহা ঝড়ে বালি-রাশি যথা
সাগরের কুলে।

সীতা। কোথা মম কুশী লব অভাগীর নিধি?

কুশ ও লবের প্রবেশ।

বাছা কোথা ছিলি মায়েরে ত্যজিয়ে,
জান না কি আঁধার সংসার মম
তোমা দোঁহা অদর্শনে ;
চলরে কুটীরে যাদুমণি।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

লক্ষ্মণ ও ভরত।

লক্ষ্মণ। বিলাপে কি ফল আর,
কৃতান্তের করাল আবাসে
বিলাপ না পশে কভু,
নারীর রোদন,
প্রতিহিংসা বীরের ভূষণ।

ভরত। হা ভাই! হা বীরবর!
প্রাণ দিলে শিশুর সমরে!
শত্রুঘন জীবনের ধন মম,
ছায়াসম দোসর আমার!

লক্ষ্মণ। রণ রঙ্গে ভুল শোক বীর
হও স্থির আসন্ন সমর।

লব ও কুশের প্রবেশ।

আহা! কে তোরা রে দুটী ভাই!
যেন দুই রাম তপোবনে
তাড়কা নিধন হেতু।

ভরত। মরি মরি কার দুই শিশু,
কে তোমরা দুই জনে।

লব। বীর পুত্র দোঁহে বাঁধিয়া রেখেছি বাজী,
কে তোমরা দেহ পরিচয়।

ভরত। ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে রাম অনুচর,
দেহ বাজী নহে মন্দ ঘটিবে বিষম।

লব। কহ কে যুঝিবে কার সনে?
কে লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিত-জিত কোন্ জন?
দেহ রণ আহ্বানি সমরে।

লক্ষ্মণ। হাসিবে জগৎ যদি যুঝি তোর সনে।

লব। কিন্তু,
তুমি রবে নীরব নিথর রণস্থলে !

কুশ। হে ভরত তুমি মম ভাগে
বিলম্বে কি কায
দিনে দিনে নাশিব রাঘবে।

ভরত। ত্যজ দম্ভ মুনির তনয়,
রামে কহ মন্দ ভাষা
চাহ ক্ষমা নহে ল'ব প্রাণ।

কুশ। ক্ষমা কভু চাহে বীর্য্যবান

(ভরত ও কুশের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

লব। হের যুদ্ধ করিছে ভরত
দেহ রণ নহে ফিরে যাও অযোধ্যায়
পাঠাও শ্রীরামে।

লক্ষ্মণ। কোথা পাবি রাম দরশন ?
নিকটে শমন তোর।

লব। ভাল,
বিধাতা সদয় মোর প্রতি,
হইব লক্ষ্মণজিত আজিকার রণে।

(লক্ষ্মণ ও লবের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

দুই জন সৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈ। কায নাই প্রাণ বড় ধন।

প্রস্থান।

২য় সৈ। কি হ'ল কি হ'ল পড়েছে সকল ঠাট,
পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ,
কার মুখ চা'ব আর।

প্রস্থান।

কুশ। ভাই ভাল কীর্ত্তি রহিল তোমার;
হয়েছ লক্ষ্মণ জয়ী।

লব। ধন্য তোর বীরপণা,
ভরতে জিনিলে রণে
আসুক শ্রীরাম চল যাই মার কাছে।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

সীতা।

সীতা। পুনঃ শুনি সৈন্য কোলাহল,
ভগ্ন সৈন্য হয় অনুমান;

লঙ্কাপুরে দিবা অবসানে
রণজয়ী হইতেন রঘুপতি,
"জয়রাম" নাদিত বানর,
শুনিতাম নিত্য বসি অশোক কাননে,
ভঙ্গীয়ান রক্ষসেনা প্রবেশিত গড়ে ;
কার সহ বেধেছে সমর ?
কুশী লব অশান্ত বালক
তিলেক না রহে স্থির।

লব ও কুশের প্রবেশ।

কত খেলা খেলিস্‌রে বাপধন
জননীরে দিয়ে ফাঁকি ?
একি একি অস্ত্রচিহ্ন কেন গায়,
মরি মরি ননীর পুত্তলী তোরা !

লব। মাগো নিত্য আসে সৈন্য তপোবনে,
ভাঙ্গে বন, বধে কুরঙ্গিনী,
মানা নাহি মানে মাতা,
তাই বনে বাধিল বিবাদ।

সীতা। কেরে নিদয় এমন
কুসুমে হেনেছে তীর !

লব। মাগো!
জিনিছি সংগ্রাম তব পদ করি ধ্যান।
সীতা। করনা রে বাদ বিসম্বাদ ;
দিওনা কলঙ্ক ডালি তুখিনীর শিরে।
নির্দ্ধনের ধন তোরা,
কত কাঁদি যাদুমণি,
যবে ফল তুলি দিই চাঁদমুখে
সুধার বিহনে ;
নিবারিতে নারি আঁখি-বারি,
যবে সাজাই তুজনে ফুল-অলঙ্কারে
মণিময় ভূষা বিনিময়ে।
লব। ফুল তুলি আনিব এখনি,
দে মা সাজায়ে তুজনে।
কুশ। এস গো জননী,
উচু ডালে ফুটে ফুল।

সকলের প্রস্থান।

অলিক্করার প্রবেশ।

অলি। একি,
গগন-মাঝারে ধুমাকারে ধূলারাশি!

ঘন ঘন-মালা মাঝে
দামিনী-ঝলক-সম ঝলসিছে কিবা !
কোলাহল ভৈরব গর্জ্জন,
যেন,
গোমুখী হইতে পড়ে ধারা ঘোর নাদে !
বুঝি সৈন্যের গর্জ্জন,
কার সেনা ভাঙ্গে তপোবন ?
নির্জ্জন কুটীর,
দেখি কোথা দুঃখিনী জানকী,
কোথা শিশু দুটী শ্যামচাঁদ ।

প্রস্থা

সপ্তম গর্ভাঙ্ক ।

তপোবন ।

সীতা, লব ও কুশ ।

কুশ । ভাল মালা গাঁথ তুমি দাদা,
আমি ভাল পারিনি রে ভাই ।

লব। দাও তবে গেঁথে দিই আমি।

সীতা। কুশী হ'ওনা চঞ্চল,
লব, মালা কি রে বাঁধিবি ধনুকে ?

লব। না মা পরাব তোমায়,—
না রে কুশী ?
তোর ত মা নাইক ভূষণ।

সীতা। না বাবা,
করিয়াছি ব্রত, পরিব না অলঙ্কার।

লব। কত দিনে সাঙ্গ হবে ব্রত ?
দুই ভেয়ে সাজাব তোমায়।

সীতা। (স্বগত) ব্রত সাঙ্গ হবে দেহ সনে।

কুশ। কবে সাঙ্গ হবে ব্রত ?

সীতা। নাহি বহুদিন আর।
এ কি !
সৈন্য-কোলাহল শব্দ কেন শুনি বনে ?

লব। মাগো,
আইসে' রাজাগণে মৃগয়াকারণে বনে,
বসে দেখি দুটি ভাই।
হয়েছে মা পাঠের সময়,
আয় কুশী,

যাও মা কুটীরে।

সীতা। নাহি কর কারো সনে বাদ বিসম্বাদ।

লব। বিবাদে কি কাজ মাতা?
কিন্তু যদি কেহ হয় বাদী,
তব পদ-আশীর্ব্বাদে জিনিব অবাধে।
মাগো! যবে খেলি বনস্থলে,
ক্ষুধায় আকুল হইলে মা দুই জনে,
ভাবি নয়ন মুদিয়ে পা দুখানি তোর,
যায় ক্ষুধা দূরে,
প্রাণ ভরে ডাকি মা, "মা" বলে,
খেলি পুন হইয়া সবল।

সীতা। সৈন্য-শব্দ সাগর-গর্জ্জন,
কে আসে এ তপোবনে?
রহ সাবধানে দুটী ভাই
যাব আমি বারি হেতু।

মাথায় দে রাঙ্গা পা মা মহেশমোহিনি,
কেশ রাখ' দেব দিগম্বর;
পদ্মযোনি রক্ষা কর কমলনয়ন;
জিহ্বা রাখ দেবী বীণাপাণি
রক্ষ বাহু নারায়ণ, রক্ষ বক্ষ ত্রিলোচন,

কটি রাখ' কেশরীবাহিনী
দেবতা তেত্রিশ কোটী, অঙ্গ রাখ গুটি গুটি,
সঙ্গ রাখ অনঙ্গমোহন ;
রেখ মনে নিস্তারিণী অভাগীর ধন,
অন্ধের নয়ন মাগো সীতার জীবন।
না কর বিবাদ কার সনে,
কিন্তু যদি কেহ হয় বাদী,
প্রহারে দুঃখিনী-সুতে,
ফিরিবে না দেশে আর ;
পরাজয় হবেন শ্রীরাম,
যদি তিনি বাদি হন রণে।
সতী আমি,
যদি পূজে থাকি ভগবতী কায়মনে,
পতি পদে থাকে মতি,
মিথ্যা কভু না হবে বচন।

প্রস্থান।

কুশ। ভাল ফাঁকি দেছ মাকে।

লব। শুন সৈন্যের গর্জ্জন,
অবশ্য জিনিব রণ,
আশীর্ব্বাদ করেছেন মাতা।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

রাম ও সৈন্যগণ।

রাম। কোথা গেল ভরত লক্ষ্মণ,
কোথা শত্রুঘ্ন ভাই মোর?
বধে ছিলে দুর্জ্জয় লবণে,
ত্রিভুবন-ত্রাস রণে;—
হে ভরত!
পরাজিলে বীর হনুমানে
বাঁটুল প্রহারে;—
হে লক্ষ্মণ! জিনিয়াছ ইন্দ্রজিতে রণে,
দশানন সনে করেছ তুমুল রণ,
কি খেদে শুয়েছ ভাই ধরণী-শয়নে!
আগে নাশি শত্রু যম-রূপী শিশুদ্বয়;
হয়েছিলে বনে সাথী,

হ'ব সাথী মহাপথে ভাই !

লব ও কুশের প্রবেশ।

কুশ। ভাই ! বহু সৈন্য এসেছে রামের সনে।

লব। পাঠাইব যমঘরে মায়ের প্রসাদে ;
হের বিকট কটক,
ভল্লুক বানর কত পর্ব্বত আকার,
হাসি পায় হেরে মুখ ;
দেখ বিকট বদন ধনুর্ব্বাণ করে,
নরাকার কিন্তু নহে নর।

হনু। হের রাম রঘুমণি,
কার এ বাছনি দুটি ধনুর্ব্বাণ হাতে !
তোমার (ই) তনয় দেব !
নহে,
হনুর নয়নে কেন ভূমে তিন রাম !
জাগে তব রূপ অন্তরে অন্তরে,
চিনিছি হে চিন্তামণি ! তোমার (ই) তনয়।

রাম। আহা কা'র এ সন্তান,
শোক যায় হেরিলে বয়ান !
কে তোরারে দুটি ভাই ?

নির্জ্জনে গহনে বসে গঠেছে বিধাতা
নবদুর্ব্বাদলে তনু, বদনপঙ্কজে !

লব। হের যম-রূপী রঘুকুল-অরি মোরা ;
শুনেছিনু সংগ্রামে পণ্ডিত তুমি,
একি যুদ্ধ রীতি,
আনিয়াছ কটক সাগর
শিশু সহ রণ হেতু !
আছি স্থির নাহি ডরি তায়,
না হতে নিমেষ পূর্ণ
উড়াইব বাণে তুলা সম ;
কর ভারিভূরি শিশু হেরি,
ভারিভূরি করেছিল তিন জনে,
দেখ চেয়ে মুদিত নয়নে ধরাসনে।
শুন পরিচয়,
লব নাম লক্ষ্মণ-বিজয়,
শত্রুঘন-ভরত-বিজয়ী কুশী।

রাম। বাঞ্ছহ সমর মোর সনে
শিশুমতি দুটী ভাই,
শুন নাই লঙ্কার সমর-কথা ?

লব। শুনেছি সকল কথা,—

নাগপাশে বেঁধেছিল ইন্দ্রজিত,
যজ্ঞ ভঙ্গ করি
অষ্টমহাবীরে.বধেছিলে মহাশূরে,
ছলপাতি ভুলায়ে কামিনী
হরেছিলে মৃত্যুবাণ,
তাই দশানন-জয়ী তুমি ;
ঘরভেদী বিভীষণ অতি শঠ-মতি,
নহে কিহে জিনিতে রাবণে ?
নহি বালিরাজ মোরা,
বিনাশিবে বৃক্ষ আড়ে থাকি ;
বীরপুত্র বাঁধিয়াছি বাজী,
আসিয়াছ রণ-সাজে সাজি সসৈন্যে,
ব্যাজ কেন ?—প্রকাশ বিক্রম।

রাম। হয় মনে মায়ার সঞ্চার,
সেই হেতু অস্ত্র নাহি হানি ;
দেহ পরিচয় কাহার তনয় তোরা।

লব। নাহি কার্য্য করুণা প্রকাশি,
করুণানিদান তুমি,
হে বালি-বধ-কারী
আছে তব করুণা প্রচার,

গর্ভবতী সীতার বর্জ্জনে গাঁথা।

হনু। দয়াময়! নিশ্চয় এ সীতার তনয়।

রাম। স'ন্দ হয় মনে,—

নহে,

এতক্ষণ জিয়ে কীরে ভ্রাতৃ-ঘাতী অরি।

হনু। যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর,

দয়াময় রাম ক্ষমিবেন অপরাধ,

তোমরা রামের শিশু।

কুশ। দাদা বধ'না ইহারে,

লয়ে যাব মার কাছে দেখাতে কৌতুক।

রাম। আমার সন্তান তোরা,

কোলে আয় জীবন জুড়াই।

লব। একি পাপ বাড়ায় রে বুড়া!

সন্তানের সাধ রাম যদি ছিল মনে;

গর্ব্ভবতী সীতা কেন পাঠাইলে বনে।

আমাদের রীতি নয় তব রীত সম,

যারে তারে নাহি বলি বাপ।—

হাসি পায় শুনি দশরথ কথা,

দিয়ে ক্ষত্র কুলে কালী,

ভৃগুরাম ডরে বহিত তাহার ধনু,

না কি চিহ্ন ছিল কেশ-হীন শির ;
হেন হীন বংশে জন্ম কভু নয়,
বীরের তনয় দুটী ভাই,
হের সাক্ষ্য তার রণস্থল।

রাম। ফণী যা'র দংশে শিরে কি করে ঔষধে ?
ভো ভো রঘুসেনা ! সাবধানে কর রণ,
অবহেলা নাহি কর কেহ,
আগু বাড় সুগ্রীব রাজন,
পর্ব্বত চাপনে বধ শিশু,
রণে মন দেহ বিভীষণ।

লব। বিলম্ব নাহিক আর,
ঘুচাই সৈন্যের অহঙ্কার,—
কুশী, যূঝি দুই ভাই দুই ধারে,
ঢাকিয়া তপন কর অস্ত্র বরিষণ ;
বারিধারা ঝরে যথা শৃঙ্গধর শিরে।

(লব ও কুশের সৈন্যগণসহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

রাম। একি অপূর্ব্ব অস্ত্রের খেলা !
অস্ত্রময় হইল জগত,
হরি হরি রেণু সম হইল পর্ব্বত !

একি নাগপাশে বদ্ধ হনুমান!
কাঁপে প্রাণ বাণের তরঙ্গ হেরি,
বহুরণে আছিনু নায়ক,
হেরি নাই সংগ্রাম দুর্জ্জয় হেন।

লবের প্রবেশ।

লব। আসিতেছি বিলম্ব নাহিক আর,
দেখি কোথা কেমনে যুঝিছে কুশী।

কুশের প্রবেশ।

কুশ। কর রাম শমন দর্শন।
লব। কর অস্ত্র সম্বরণ।
শুন শুন অযোধ্যার পতি,
সৈন্য সেনাপতি তব
পড়েছে সকল রণে,
বহিছে শোণিতে নদী,
এস যদি থাকে যুদ্ধ সাধ,
নহে ফিরে যাও অযোধ্যা নগরে,
রহ কৌশল্যা অঞ্চল ধরি;
ভীরুজনে নাহি হানি তীর,
মুনির নিষেধ তাহে;

ধর ধনু রক্ষাকর প্রাণ ;
দুই ভাই বিন্ধি দুই ধারে,
দেখি কতক্ষণ যুঝে রাম।

রামের সহিত লব ও কুশের যুদ্ধ।

রাম। না সহে কুশের বাণ,
অস্ত্রময় অনলের শিখা।

যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নিকষার প্রবেশ।

নিক। হবেনা কি, হবেনা কি পূর্ণ মনস্কাম ?
পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ,
পড়িয়াছে শত্রুঘন,
পড়িয়াছে রঘুসৈন্য,
পড়িয়াছে ভল্লুক বানর ;
নির্ম্মূল রাক্ষস-কুল !
খেদ নাহি আর—
শ্মশান পৃথিবী, শ্মশান পৃথিবী !

প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর পার্শ্ব

শ্রীরাম।

রাম। অদ্ভুত সমর!
শরভঙ্গ-দত্ত তূণ শূন্য প্রায় রণে,
পাশুপত অস্ত্র ব্যর্থ বালক-সংগ্রামে,
যুদ্ধে ভঙ্গ নাহি দিব কভু,
ব্রহ্মজাল করি অবতার
যায় সৃষ্টি যাক শরানলে,
পৃষ্ঠ কভু না দিব সমরে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।

লব ও কুশের প্রবেশ।

লব। ভাল যুদ্ধ করেছ শ্রীরাম,
এবে দেখ শিশুর বিক্রম।

রাম। থাক থাক দেখাই বিক্রম,
হের বাণ হংসের আকার,
শূলহস্তে শূলপাণি বৈসে মুখে।

লব। হান কত শক্তি তব,
অক্ষয় কবচ বুকে মার নাম ধ্যান।

রাম ও লবকুশের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নিকষার প্রবেশ।

নিক। হায়! হায়!
নিভিয়ে না নিভিল অনল!
ওহো কুম্ভকর্ণ! ওহো দশানন!
ভুলি তোমাদের শোক আজি,
ভুমিতলে লোটাবে রামের মাথা;
জানি জানি ভাল আমি
অশ্বমেধে ঘটিবে প্রলয়,
তাই আজি রণস্থল মাঝে;
রাবণের মাতা রণস্থল মাঝে,
রঘুবংশ ধ্বংস হেরি প্রাণ ভরে,—
মায়াধর মহী বৎস!
মরিয়ে করেছ উপকার,

মোহিনী সিন্দূর বলে
অচেতন হইবে রাঘব,
কত আর পারে শিশু প্রাণে ;
দুর্জ্জয়, দুর্জ্জয় রাম,—
ওহো অগ্নিরাশি চারি দিকে।

প্রস্থ

লব ও কুশের প্রবেশ।

লব। পালা, পালা কুশী পালা মার কাছে,
বুঝি বাণ হবেনা বারণ
বলো জননীরে পৃষ্ঠ নাহি দিছি রণে,
পড়িয়াছি সম্মুখ সমরে।

কুশ। কেন দাদা হতেছ চঞ্চল,
আমাদের মার নাম বল,
যুড়ি বাণ মার নাম স্মরি।

লব। ভাল মন্ত্র দেছ কুশী
ব্রহ্মজাল করিব বারণ।

নিকষার প্রবেশ।

নিক। দাঁড়াও দাঁড়াও বাছাধন,
রে সিন্দূর হৃদয় রতন,

যতনের ধন নিকষার !
শুন শুন রে বাছনি,
পীপাসীরে দেছ বারিদান,
প্রায় মিটিয়াছে শোণিত পিপাসা,—
পর’ পর’ রে সিন্দূর ভালে,
মোহিনী সিন্দূর
ছিল মহীরাবণের ঘরে,
যোগাত্মার বরে—রুধির-প্রয়াসী-ভীমা !

লব। কে তুমি গো রণস্থলে ভৈরবরূপিনী

নিক। পরে দিব পরিচয়,
আগে কর রণ জয়,
কেটে পাড় রাঘবের শির ;
ঘুমাইলে ছেড়না রাঘবে—
কথাটি ভুলনা,
কথাটি ভুলনা, কথাটি ভুলনা।

কুশ ও লবের প্রস্থান।

এই পড়ে পড়ে ধনুর্ব্বাণ খসে,
শ্মশান অযোধ্যা পুরি,—
প্রাণ ভরে নাচি রণ স্থলে,

দেখিগে দেখিগে রামের নাশ।

প্রস্থা

শ্রীরামের প্রবেশ।

রাম। ব্রহ্মজাল নারিনু এড়িতে,
নারিনু নাশিতে শিশু;
পড়িল পড়িল মনে
সীতার নয়ন দুটি,
অস্ত্রমুখে অনল উথলে,
আহা শিশু দুটি ননীর পুত্তলী,
কোন্ প্রাণে এ আগুনে দিব ডালি!
সুকুমার কে দুটি কুমার,
কোন্ মহাশয় পিতা ?
বীর্য্যবান্ অমিত বিক্রম দোঁহে,
পরাভব রঘুবংশ রণে,
পরাভব বীর হনুমান।
হায়! কোথা গেল সহায় সকল,
কোথা গেল ভাই বন্ধু গণে,
রণ-সিন্ধু গ্রাসিল সকলি!
যেই বংশে ভগীরথ রাজা,

সেই বংশে এই অশ্বমেধ,
রঘুবংশ-মেদ-অস্থি ঢাকিল ধরণী !
বিধি ! আত্মহত্যা লিখেছিলে ভালে !
হা জানকি !—কোথা তুমি এ সময় !

লব ও কুশের প্রবেশ।

লব। মরণ নিকট রাম ভাবিছ কি আর।

রাম। একি !
ঘোর তমোরাশি ঘেরিতেছে চারিদিক।
অবশ খসিছে হাতের ধনু।

যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

নিকষার প্রবেশ।

নিক। অগ্নি, অগ্নি চারিদিকে,
না পারিনু যাইতে নিকটে,
না জানিনু মরেছে কি আছে বেঁচে।
মরে বেটা বাঁচে পুনঃ পুনঃ,
ঘড়পোড়া আছে বেঁচে।

প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

কুটীর।

সীতা।

গীত।

পুরবী—আড়াঠেকা।

সীতা। মন দুখ শুন যামিনী।
শুন শুন তরুলতা, সীতার দুঃখের গাথা,
সমীরণ শুন শুন দুখিনী কাহিনী;
শুন শুন তারা মালা, তাপিত প্রাণের জ্বালা,
নিদয় বিধাতা শুন কাঁদে অনাথিনী।

কোথা গেল কুশীলব মোর,
বাড়ে রাতি কোথা অভাগীর নিধি।
শুনিলাম দূর রণনাদ
না জানি কি হয় পোড়া ভালে।

লব ও কুশের, এবং হনুমানের বন্ধনাবস্থায় প্রবেশ।

লব। জিনিছি মা জিনিছি সংগ্রাম,
অলঙ্কার নাহি মা তোমার,
আনিয়াছি রামের ভূষণ রণ জিনি,
বীর মাতা ধরগো জননি।

কুশ। এনেছি বানর বেঁধে,
হাসি পায় হেরে মুখ দেখসে জননী।

সীতা। কি বলিস্ কি বলিস্ তোরা!
কোথা সে বানর?
দুঃখিনী কপাল বুঝি ভাঙ্গিল রে আজি।

কুশ। এই সেই বানর দুর্জ্জয়,
সাতবার করেছে সংগ্রাম;—
মারিব না পোষহ' বানর।

সীতা। হনুমান কেনরে বন্ধন তোর,
কোথা তোর রাম রঘুমণি!

(মোহ প্রাপ্ত।)

হনু। রাম নাম কহ দোহে জানকীর কাণে,
নহে প্রাণ ত্যজিবে জানকী।
জয় রাম! জয় রাম!

লব ও কুশ। জয় রাম! জয় রাম!

সীতা। (চেতন পাইয়া)

কহ হনুমান, কোথা তোর রাম গুণধাম।

হনু। মাতা প্রমাদ ঘটেছে বাজী হেতু,

শিশুর সমরে পরাভব চারি ভাই,

নাগপাশে বদ্ধ পুত্র তোর।

সীতা। খুলে দে খুলে দে বন্ধন ত্বরা,—

জ্যেষ্ঠ পুত্র হনুমান মম।

(লব ও কুশ হনুমানকে মুক্ত করণ)

হনুমান নিয়ে চল রণস্থলে,

অগ্নিকুণ্ড কর আয়োজন,

অন্তর অনল নিবারিব চিতানলে।

চল শীঘ্র কোথা রণস্থল,

সাগরবাহিনী যাবে সাগর সঙ্গমে,

দেখাইয়া চল পথ।

কুশ। দাদা, কি হল কি হল!

লব। হায় কেন করিনু সমর!

সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

সুমন্ত্র।

সুমন্ত্র। অস্তে গেল দিনমণি বংশ নাশ করি,
তিমির যামিনী আসি ঘেরিল মেদিনী ;
দিনদেব !
আর না হাসিবে অযোধ্যায়,
কিস্কিন্ধ্যায় লঙ্কাপুরে ;
কে জানিত এত দুঃখ ছিল বৃদ্ধকালে,
কোথা যাব ডুবিব সরযূ-জলে।

সীতা লব কুশ ও হনুমানের প্রবেশ।

সীতা। চাও নাথ করুণা নয়নে
বারেক দাসীর প্রতি,

দিলে দুঃখ সহিল সকলি,
রাজরাণী আমি,
তাই কি হে মুছায়ে সিন্দূর
পরাইলে বৈধব্য মুকুট ভালে ;
হে নাথ !
যদি অভিমানে শুয়ে থাক ধরাশনে,
যদি রোষবশে না কহ বচন,
যাই দূর বনে,
উঠ রঘুমণি,
ফিরে যাও অযোধ্যার সিংহাসনে,
জুড়াও তাপিত প্রাণ উঠ প্রাণেশ্বর !
দিনু স্থান দুরন্ত অনলে গর্ভে মম,
জ্বালাইনু তাহে,
জগত-পালন-পতি পতিতপাবন !

অদূরে বাল্মীকির গান করিতে করিতে প্রবেশ ।

শ্রীরাগ।

জয় জানকীরঞ্জন, জয় রঘুনন্দন,
জগজন তারণ, জয় রাবণারি ।

জয় বনচারি, জয় ধনুধারি ;
হরধনু ভঞ্জন, শমন দমন,
মধুসূদন দর্পহারী।

বাল্মী। পূর্ণ হ'ল রামায়ণ
পিতাপুত্রে হয়েছে সমর।

সীতা। ওগো তপোধন,
হারাইনু এতদিনে রাম হেন ধনে ;—
রামের নিগ্রহ হেতু জনম সীতার
মুনিবর !
ধনুর্ভঙ্গ আমার কারণে—
বনে রণ আমা হেতু,
আমা হেতু লঙ্কার সমর !
যমশিশু ধরেছি জঠরে,
বধিয়াছে রঘুবীরে নন্দন আমার।

বাল্মী। শোক ত্যজ জনকনন্দিনী,
মোহাচ্ছন্ন বীরগণে,
মন্ত্রবলে করিব চেতন,
তিষ্ঠ অন্তরালে,
ত্যজেছেন শ্রীরাম তোমায়।

দেখা দিয়ে নাহি প্রয়োজন
রহ অন্তরালে দুটী ভাই।

সীতা। পিতৃসম তুমি তপোধন।

সীতা ও লব কুশের প্রস্থান।

বাল্মী। যে যথায় তপোবনে পড়েছে সংগ্রামে,
উঠ শীঘ্র রাম নাম গুণে।

(সকলের উত্থান।)

সকলে। জয় রাম! বধ শিশু।

রাম। কহ তপোধন কোথা আমি,
পুনঃ কি মহীর ঘরে?
কোথা দুই শিশু?

বাল্মী। যা'ন প্রভু অযোধ্যায় বাজী লয়ে,
কহিব বিশেষ কথা কালি।

রাম। কোথা শিশু দুই জন?

বাল্মী। দেখা পাবে কালি যজ্ঞ-স্থলে।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি,
সুমন্ত্র, রাজগণ, সভাসদ ইত্যাদি।

রাম। কহ মহামুনি!
কোথা সেই শিশু দুটি?
সত্য কহ তপোধন,
আমারি কি সে দুটী কুমার?

বাল্মী। হের রঘুবীর,
আসিছে বালক দুটী লক্ষ্মণের সনে।

লক্ষ্মণ ও লবকুশের অদূরে প্রবেশ।

সকলে। আহা আহা!
জুড়াল নয়ন হেরি তিন রাম ভুমে।

কুশ। দাদা,
দেখেছ কি সূর্য্য যেন সরযূর জলে !

লব। থাম কুশী,
মা করেছে মানা অশান্ত হইতে হেথা।

রাম। আয় আয় আয় যাদুমণি,
আয় কোলে জুড়াই মনের জ্বালা ;
মরি মরি,
ভ্রম হয় জানকী-নয়ন বলে।

বাল্মী। দেব ! দিয়েছিলে গুরুতর ভার
পালিতে এ শিশুদ্বয়।
মূর্ত্তিমতি ভ্রান্তি যার হৃদে,
দেখরে নয়ন মেলি
হয় কিবা নয় রামের তনয় দুটী ;
চিত্ত প্রসারিয়ে
হের রাম-পদাশ্রিত জনে !
হের, ধরায় উদয় তিন রাম
পূরাইতে ভক্তের বাসনা,
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু রাজীব লোচন !
সফল জনম মম,
সফল জীবন কররে অযোধ্যাবাসী।

বৎস কুশীলব !
কর রামায়ণ গান যজ্ঞস্থলে,
সুধাপান করুক জগত,
দেহ রাম-রাজ-যোগ্য উপহার,
রাম রাজসভাতলে।
দেব ! নাহি অধিকার মম
অর্পিতে এ শিশু দুটী তব কোলে ;
ক্ষমুন এ পদাশ্রিতে,
শিক্ষাগুরু আমি,
দুঃখিনীর ধন দুটি
ফিরে দিব দুখিনীরে,
যার ধন সে করিবে দান।
প্রেরুন পুষ্পক রথ আনিবারে সীতা ;
সভাতলে দিই পরিচয়
কেমন শিখেছে দুটী শিশু শিষ্য মম।

রাম। শিরোধার্য্য তব বাক্য মুনিবর।
মুনির আদেশ পাল ভাইরে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্ম। কলঙ্ক ভঞ্জন,
করিলে হে দাসের কলঙ্ক দূর !

প্রস্থান।

বাল্মী। গাও কুশীলব নয়ন মুদিয়ে,
হৃদপদ্মে করি প্রভু পাদপদ্ম ধ্যান।
কুশ। মুনি! বল না—মায়েরে যদি ভুলি,
ভুলিতে মা করেদেছে মানা।
লব। গাই ভাই মার পদ করি ধ্যান,
মার নামে জয়ী মোরা সর্ব্ব স্থানে,
কেন রে হারিব সভাতলে
হনু। প্রভু দেহ দুই দেহ দাসে;
এক দেহ যাক মা জানকী আনিবারে
অন্য দেহে শুনি রামায়ণ;
জনম সফল কর রে বনের পশু।

গীত।

হম্বিশৃঙ্গার—পটতাল।

লব ও কুশ। গাও বীণা গাও রে।
গাও ইন্দ্রসনে, ক্ষীরোদ তীরে,
অনন্ত শায়ন, অনন্ত নীরে,
গাও বীণা গাও রে।
ভক্তি প্রবাহে, পরাণ ভাসাও,
গাও বীণা গাও রে।

রাবণ শাসন দেবগণ পীড়ন,
কাতর দেবগণ, রোদন ঘন ঘন,
নিত্য নিরঞ্জন ডাকি ;
নির্গুণ সগুণ, অচেতন চেতন,
ফুটিল অনন্ত দু আঁখি ;
চিত মাতাও,
গাও বীণা গাও রে।
চারি অংশে হরি, অবনীতে অবতরি,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্নন,
ধন্য ধন্য গাও দশরথ রাজা,
রবিকূল—রবি সম তেজা,
নারায়ণ-নন্দন পাইল পাইল ;
বাল্মীকি গাইল,
প্রেম সলিলে নয়ন ভাসাও ;
গাও বীণা গাও রে।
তাড়কা নিধন, হর ধনু ভঞ্জন,
সীতা গুণ গান গাও রে ;
জগত মাতাও, জগত ভাসাও,
উধাও উধাও গাও রে ;
জানকী পদ স্মরি গাও রে,
গাও বীণা গাও রে।
সীতা রাম মিলন, মোহিনী মাধুরী,

নেহার নেহার চিত প্রাণ ভরি ;
সুধা পিও সুধা পিও
ভৃগুরাম শাসন ত্রিদিব বঞ্চন,
অযোধ্যা ভাসিল, অযোধ্যা নাচিল,
রাম রাজা হবে কালি ;
উল্লাসে গাও বীণা, গগণ পুরাও
গাও বীণা গাও রে।
অযোধ্যা নগরী, হাহা রবে ভরি,
শ্রীহরি কানন চারি ;
গহনে রক্ষরণ, মায়া মৃগ দরশন,
জানকী হরণ, মিলন সুগ্রীব সনে ;
সাগর বন্ধন, রাক্ষস নিধন,
চণ্ডালে কোল দিয়া মহিমা বিকাশিয়া
শ্রীরাম রাজা জানকী বামে ;
রস তরঙ্গে প্রাণ ভাসাও
গাও বীণা গাও রে।
কাঁদ বীণা কাঁদ রে
গর্ভবতী সতী সীতা-নারী বর্জ্জন,—

রাম। মুনিবর ! ক্ষমুন অধীনে,
নিবার এ হৃদি ভেদি গান

লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ।

লক্ষ্ম। দেব!
মা জানকী প্রণমেন তব পদে।

রাম। (স্বগত) কেমনে লইব ঘরে পরিক্ষা বিহনে,
কোন প্রাণে পরীক্ষার কথা
কহিব সীতায় পুনঃ।

সীতা। নাথ!
কেন নাহি শুনি শ্রীমুখের বাণী প্রভু?

রাম। প্রিয়ে! চাহে প্রাণ বাহু প্রসারিয়া
লই হৃদে হৃদয়ের নিধি,
হৃদি বেগ করি সম্বরণ;
ডরি প্রাণেশ্বরী মন্দভাষী জনে,
লঙ্কাপুরে দেখিল অমর মরে
অগ্নির পরীক্ষা তব;
মন্দ লোকে সন্দ করে তায়,
কহে ছায়াবাজী পরীক্ষা সে নয়;
আজি পুনঃ অযোধ্যা নগরে
দেহ সে প্রমাণ সতী,
কর প্রাণেশ্বরী রবিকুল—মুখোজ্জ্বল।

সীতা। দেখা'ব প্রমান নাথ তোমার আজ্ঞায়,
কিন্তু এক ভিক্ষা গুণনিধি !
নাহি দিব পরীক্ষা অনলে,
ন্যায়বান রাজা তুমি,
ধর দুটি দুঃখিনীর ধন
কুশীলব ! দুখিনীরে জননী তোদের
স'পে যাই,
দয়ার নিদান রবি-কুল রবি-করে।
হে প্রভু !
জন্ম জন্মান্তরে
যেন পাই (হে) তোমা সম স্বামী !
যেন, সীতা নাম কেহ নাহি ধরে ভবে।
করেছিলে কাননে বর্জ্জন
রেখেছি জীবন প্রাণেশ্বর !
তোমার তনয়ে দিতে হে তোমার কোলে।
শুনেছি মেদিনি জন্ম মম তব গর্ভে,
দেমা অভাগীরে স্থান,
নাহি স্থান সীতার সংসারে !
জনম দুখিনী দুহিতা তোমার মাগো !
এস,

বসুমতি সতী নিয়ে যাও তনয়ারে।

বসুমতির উত্থান।

বসু। আয় মাগো আয় মা দুখিনী,
কায নাই পতি বাসে আর !

সীতা। করিয়াছি বহু অপরাধ পদে,
ক্ষম নিজ গুণে গুণমণি,
বিদায় মাগিহে শ্রীচরণে।

পাতালে প্রবেশ।

রাম। কোথা যাও—কোথা যাও সীতা !

(মোহ)

লব। কুশী কি হল কি হল !

কুশ। দাদা মা কোথা লুকাল !

লব। কুশী ! মা বলেরে যাব কার কোলে
ক্ষুধা পেলে,
বন ফল তুলে কে দেবে বদনে ভাই,
ঘুমা'ব রে কা'র কোলে আর ?

কুশ। কি হল কি হল দাদা মা কোথা গেল !

লব। কেন মা লুকালে কোথা গেলে,
মা বলে গো ডাকে কুশীলব,

এস মা আনন্দময়ী লও তুলে কোলে ;
মাগো রণে বনে তোর পদ বিনে,
জানি না জগতে আর ;—
কাঁদে তোর কুশীলব দেখা দে জননী !

রাম। সম্বর রোদন শিশু,
কেন হৃদি বিদর আমার,
কেন রে অনলে ঢাল ঘৃত !
একি একি কি হল কি হল,
সকলি ফুরাল জানকী লুকাল কোথা !
বজ্র ! বধ ব্রহ্মঘাতী মূঢ়ে,
তক্ষক ! দংশাও শিরে,
সতী নারী করেছি পীড়ন ;
প্রাণের প্রতিমা খানি ফেলেছি পাথারে !
বসুমতি ! দেহ সীতা ফিরে,
চির দুঃখী রাম,
কর দয়া দয়াময়ী
হওনা নিঠুর, দেহ গো উত্তর ;
বাঁচাও রাঘবে ধরা
দেহ ত্বরা জানকী আমার।

এত দর্প না দেহ উত্তর
সকাতরে ডাকি আমি ?
তুলেছিনু বাণ আমি বিন্ধিতে সাগরে,
সীতা হরণের দোষে মরেছে রাবণ,
আনরে লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ,
কাটিয়া মেদিনী করিব রে খানখান।

লক্ষ্মণের ধনুর্ব্বাণ প্রদান।

শুন বাণ, যদি গুরু পদে থাকে মতি,
পূজে থাকি আদ্যাশক্তি ভগবতী,
বিন্ধ' আ'জ মেদিনীরে—
সপ্ততল কর ভেদ,
যাও যথা জনক-নন্দিনী,
বধ যেবা হয় বাদী,
আন সিংহাসন সহ শিরে লয়ে।

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। রাখ সৃষ্টি সৃষ্টির পালন,
হের নিজ মায়া মায়াময়!

শূন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপে

সীতার আবির্ভাব।

সাহানা ধামার।

নেহার নেহার হৃদি অরবিন্দ মাঝে,
আনন্দ সাধু।
পূর প্রেমে পুলক ধাম গো[illegible]ক সম।
রস-তরঙ্গ-খেলা, সীতা-রাম-লীলা,
চির বিহার ভকত, চিত ফুল্ল সরোজে॥

যবনিকা পতন।

কলিকাতা,

৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউ বৃটানিয়া প্রেসে,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটক—(যন্ত্রস্থ)

নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি ও অন্যান্য নাটক উপন্যাস এখানে য়া যায়। চিহ্নিত পুস্তকগুলির কমিসন নাই অন্যান্য কগুলির টাকায় ছয়পয়সার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়। ন্দরহো বিক্রয়মূল্য ॥০ আনা মাত্র। সমস্ত পুস্তক ল টাকায় /১০ হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়। পুস্তক েতাদিগের সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যায়।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

বুদ্ধদেব-চরিত *	... ...	৷৷০
ঐ *	(ভাল কাগজে) ...	১৲
নল-দময়ন্তী *	(সচিত্র) ...	১৲
সীতার বনবাস *	... .	॥০
ঐ *	(ভাল কাগজে) ...	১৲
রূপসনাতন *	... ...	১৲
চৈতন্যলীলা *	... ...	৷৷০
সীতাহরণ	... ...	১৲
রামের বনবাস	... ...	১৲
অভিমন্যু বধ	... ...	১৲
আনন্দরহো	... ...	১৲
মায়াতরু ও মোহিনী প্রতিমা	...	।০

মলিনমালা	...	...	...	
হীরার ফুল	...	...	...	
চন্দ্রা (নূতন উপন্যাস)		...	...	১
লক্ষ্মণ বর্জ্জন	...	...	...	
রাবণবধ	...	...	...	১

৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত

নীলদর্পণ	...	...	...	১
নবীনতপস্বিনী	..	...	...	১
সধবার একাদশী	...	...	...	১
জামাই বারিক	...	...	...	১
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়া মহেশ্বর				
জামাই ষষ্ঠী	...	...	...	
গ্রন্থাবলি	...	...	...	৬
গ্রন্থকারের জীবনী	...	...	...	

নিউব্রিটানিয়া প্রেস ডিপজিটরি—৭৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রী
কলিকাতা